টীকা-৩৩. অর্থাৎ এ সুসংবাদ দেয়া ব্যতীত তোমাদের আর কি কাজ আছে?

টীকা-৩৪. অর্থাৎ লূত-সম্প্রদায়ের প্রতি;

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٣١﴾

৩১. ইব্রাহীম বললেন, 'সুতরাং হে ফিরিশ্‌তারা! তোমরা কোন্ কাজে এসেছো (৩৩)?'

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. তারা বললো, 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠানো হয়েছে (৩৪);

لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. যাতে আমরা তাদের উপর কাদা মাটির তেরী পাথর নিক্ষেপ করি;

مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. যা আপনার প্রতিপালকের নিকট সীমা লংঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে (৩৫)।'

فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٥﴾

৩৫. সুতরাং আমি এ নগরীতে যারা ঈমানদার ছিলো তাদেরকে বের করে নিয়েছি। ★

فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٣٦﴾

৩৬. অতঃপর আমি সেখানে একটি মাত্র পরিবার মুসলমান পেয়েছি (৩৬)।

وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٣٧﴾

৩৭. এবং তাতে (৩৭) আমি নিদর্শন অবশিষ্ট রেখেছি তাদেরই জন্য যারা বেদনাদায়ক শাস্তিকে ভয় করে (৩৮);

وَفِيْ مُوْسٰٓى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং মূসার মধ্যে (৩৯), যখন আমি তাকে সুস্পষ্ট সনদ সহকারে ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করেছি (৪০)।

فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. অতঃপর সে তার দলসহ ফিরে গেলো (৪১) আর বললো, 'যাদুকর' অথবা 'উন্মাদ'।

فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছি এমতাবস্থায় যে, সে নিজের প্রতি নিজেই দোষারোপ করছিলো (৪২)।

وَفِيْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ﴿٤١﴾

৪১. এবং 'আদ সম্প্রদায়ের মধ্যে (৪৩), যখন আমি তাদের উপর শুষ্ক ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেছি (৪৪);

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ

৪২. তা যেই বস্তুর উপর দিয়েই প্রবাহিত

টীকা-৩৫. ঐ প্রস্তরসমূহের উপর চিহ্ন ছিলো; যার ফলে এ কথা বুঝা যেতো যে, সেগুলো এ দুনিয়ার পাথর নয়। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, প্রত্যেক পাথরের উপর ঐ ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ ছিলো, যাকে তা' দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিলো।

টীকা-৩৬. অর্থাৎ একটি মাত্র পরিবারের লোক। তাঁরা হলেন– হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর দু'কন্যা।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ লূত সম্প্রদায়ের। ঐ নগরে কাফিরদেরকে ধ্বংস করার পর

টীকা-৩৮. যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং তাদের মত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে। আর ঐ নিদর্শন তাদের বাড়ী-ঘরের ধ্বংসাবশেষই ছিলো। অথবা ঐ পাথরসমূহ, যেগুলো দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। অথবা ঐ কালো দুর্গন্ধময় পানি, যা ঐ ভূ-খণ্ড থেকে নির্গত হয়েছিলো।

টীকা-৩৯. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের ঘটনায়ও নিদর্শন রেখেছি,

টীকা-৪০. 'সুস্পষ্ট সনদ' দ্বারা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মু'জিযাসমূহ বুঝানো হয়েছে, যেগুলো তিনি ফিরআউন ও ফিরআউনের অনুসারীদের নিকট উপস্থাপন করেছিলেন।

টীকা-৪১. অর্থাৎ ফিরআউন তার দল সহকারে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো

টীকা-৪২. যে, সে কেন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর ঈমান আনেনি এবং কেন তাঁর সমালোচনা করেছে!

টীকা-৪৩. অর্থাৎ 'আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার মধ্যেও শিক্ষা-গ্রহণযোগ্য নিদর্শনাদি রয়েছে।

টীকা-৪৪. যার মধ্যে কোনরূপ বরকত বা মঙ্গল ছিলো না। এটা ধ্বংসকারী বায়ু ছিলো।

★ উদ্ধার করেছি।

إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ﴿٤٢﴾

হতো সেটাকে গলিত বস্তুর মতো করেই ছাড়তো (৪৫)।

وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং সামূদ সম্প্রদায়ের মধ্যে (৪৬), যখন তাদেরকে বলা হয়েছে, 'একটা সময় পর্যন্ত ভোগ করে নাও (৪৭)।'

فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿٤٤﴾

৪৪. সুতরাং তারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো (৪৮)। অতঃপর তাদেরই চোখের সামনে তাদেরকে বজ্রপাত পেয়ে বসলো (৪৯)।

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ﴿٤٥﴾

৪৫. সুতরাং তারা না উঠে দাঁড়াতে পারলো (৫০) এবং না তারা প্রতিরোধ করতে পারলো;

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। নিশ্চয় তারা ফাসিক লোক ছিলো।

রুকূ' - তিন

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾

৪৭. এবং আস্‌মানকে আমি নিজ (কুদ্‌রতের) হাতে তৈরী করেছি (৫১), এবং নিশ্চয় আমি মহা সম্প্রসারণকারী (৫২)।

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ﴿٤٨﴾

৪৮. এবং যমীনকে আমি বিছানা করেছি। সুতরাং আমি কতই উত্তমরূপে বিছানা বিস্তারকারী!

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

৪৯. এবং আমি প্রত্যেক কিছুর দু'জোড়া সৃষ্টি করেছি (৫৩), যাতে তোমরা মনোযোগ দাও (৫৪)।

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

৫০. সুতরাং আল্লাহ্‌রই প্রতি ছুটে যাও (৫৫)। নিশ্চয় আমি তাঁরই তরফ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ۖ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾

৫১. এবং আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। নিশ্চয় আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী হই।

كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٢﴾

৫২. এমনিভাবেই (৫৬), যখন তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট কোন রসূল তাশরীফ এনেছেন, তখন তারা এটাই বলেছে, 'যাদুকর' অথবা 'উন্মাদ'।

أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. তারা কি পরস্পর একে অপরকে এ কথা বলেই মরেছে? বরং তারা অবাধ্য লোক (৫৭)।

টীকা-৪৫. চাই তা মানুষ হোক অথবা জন্তু, কিংবা অন্য কোন সামগ্রী। যে বস্তুকেই স্পর্শ করেছে সেটা ধ্বংস করে এমনই করে ছেড়েছে, যেন তা দীর্ঘকাল পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগলিত বস্তু।

টীকা-৪৬. অর্থাৎ সামূদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করার মধ্যেও নিদর্শনাদি রয়েছে।

টীকা-৪৭. অর্থাৎ মৃত্যুকাল পর্যন্ত দুনিয়ার মধ্যে জীবন যাপন করে নাও। এটাই তোমাদের অবকাশকাল।

টীকা-৪৮. এবং হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করেছিলো এবং উষ্ট্রীর গোছগুলো কেটে ফেলেছিলো।

টীকা-৪৯. এবং ভয়ানক বিকট শব্দের শাস্তিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

টীকা-৫০. আযাব নাযিল হবার সময় পলায়ন করতে পারেনি।

টীকা-৫১. আপন কুদ্‌রতের হাতে।

টীকা-৫২. সেটাকে। এতটুকু যে, যমীন তার মহাশূন্যসহ সেটার অভ্যন্তরে এভাবে এসে যায়, যেমন একটা প্রশস্ত ময়দানে একটা ফুটবল পড়ে থাকে।

অথবা এ অর্থ যে, আমি আপন সৃষ্টির উপর প্রচুর রিয্‌ক্ প্রদানকারী।

টীকা-৫৩. যেমন আস্‌মান ও যমীন, সূর্য ও চন্দ্র, রাত ও দিন, স্থল ও জল, গ্রীষ্ম ও শীত, জিন্ ও মানব, আলো ও অন্ধকার, কুফর ও ঈমান, সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, সত্য ও মিথ্যা এবং নর ও নারী,

টীকা-৫৪. এবং অনুধাবন করো যে, ঐসব জোড়ার স্রষ্টা একমাত্র সত্তাই (আল্লাহ্)। না তাঁর কোন সদৃশ আছে, না শরীক, না প্রতিপক্ষ, না সমকক্ষ। তিনিই একমাত্র ইবাদতের উপযোগী।

টীকা-৫৫. তিনি ব্যতীত অন্য সবকিছু ছেড়ে একমাত্র তাঁরই ইবাদত ইখ্‌তিয়ার করো।

টীকা-৫৬. যেমনিভাবে, ঐসব কাফির আপনাকে অস্বীকার করছে এবং আপনাকে যাদুকর ও উন্মাদ বলেছে তেমনিভাবে-

টীকা-৫৭. অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাফিরগণ তাদের পরবর্তীদেরকে এ উপদেশতো দেয়নি যে, 'তোমরা নবীগণকে অস্বীকার করো এবং তাঁদের সম্পর্কে এ ধরণের কথা রচনা করো;' কিন্তু যেহেতু অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমীর ব্যাধি উভয়ের মধ্যে রয়েছে, সেহেতু পথ-ভ্রষ্টতার মধ্যেও একে অপরের সমর্থক থাকে।

টীকা-৫৮. কেননা, আপনি রিসালতের বাণী প্রচার করেছেন, দাওয়াত ও পথ-প্রদর্শনে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং আপনি স্বীয় প্রচেষ্টার মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটিও করেননি।

শানে নুযূলঃ যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুঃখিত হলেন। আর তাঁর সাহাবীগণও অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, এই ভেবে যে, 'যখন রসূল আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন আর ওহীই আসবে কি জন্য? আর যখন নবী আপন উম্মতের নিকট পরিপূর্ণভাবে প্রচারকার্য সম্পন্ন করেছেন এবং উম্মতও অবাধ্যতা থেকে বিরত হলো না, আর রসূলকেও তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন সময় এসে গেছে তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবার।' এ প্রসঙ্গে এই আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে, যা এ আয়াতের পরবর্তীতে এরশাদ হয়েছে। আর তাতে শান্তনা দেয়া হয়েছে যে, ওহীর পরম্পরা বন্ধ করা হয়নি, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপদেশ সৌভাগ্যবানদের জন্য অব্যাহত থাকবে। সুতরাং এরশাদ হয়েছে-

৫৪. সুতরাং, হে মাহবূব! আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তা'হলে, আপনার কোন দোষ হবে না (৫৮)।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ﴿٥٤﴾

৫৫. এবং বুঝান। যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।

وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥٥﴾

৫৬. এবং আমি জিন্ ও মানব এতটুকুর জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে (৫৯)।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿٥٦﴾

৫৭. আমি তাদের নিকট থেকে কোন রিয্ক্ চাই না (৬০) এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য দেবে (৬১)!

مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ﴿٥٧﴾

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ই মহান রিয্ক্দাতা, শক্তিশালী, ক্ষমতাবান (৬২)।

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴿٥٨﴾

৫৯. সুতরাং নিশ্চয় ঐসব যালিমের জন্য (৬৩) শাস্তির একটা পালা আছে (৬৪), যেমন তাদের সাথীদের জন্য একটা পালা ছিলো (৬৫)। সুতরাং তারা যেন আমার নিকট ত্বরা না করে (৬৬)।

فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ﴿٥٩﴾

৬০. অতএব, কাফিরদের জন্য রয়েছে ধ্বংস তাদের ঐ দিন থেকেই, যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে (৬৭)। ★

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٦٠﴾

টীকা-৫৯. এবং আমার পরিচয় পাবে।

টীকা-৬০. যে, আমার বান্দাদেরকে জীবিকা দিক অথবা সবাইকে না হলেও নিজের রিয্ক্ নিজেই সৃষ্টি করে নিক! কেননা, রিয্ক্দাতা হলাম আমিই এবং সবার রিয্কের আমিই ব্যবস্থাপক।

টীকা-৬১. আমার সৃষ্টিকুলের জন্য!

টীকা-৬২. সবাইকে তিনিই দেন এবং তিনিই প্রতিপালন করেন।

টীকা-৬৩. যারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে নিজেদের আত্মাসমূহের প্রতি যুলুম করেছে।

টীকা-৬৪. অংশ রয়েছে, হিস্সা রয়েছে।

টীকা-৬৫. অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের কাফিরদের জন্য, যারা নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামকে অবিশ্বাস করার ক্ষেত্রে তাদের সাথী ছিলো, তাদের শাস্তি ও ধ্বংসের মধ্যে হিস্সা ছিলো।

টীকা-৬৬. আযাব নাযিল করার।

টীকা-৬৭. আর তা হচ্ছে রোজ-ক্বিয়ামত। ★

****

★ 'সূরা যা-রিয়াত' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা তূর' মক্কী; এতে দু'টি রুকূ', ঊনপঞ্চাশটি আয়াত, তিনশ বারটি পদ এবং এক হাজার পাঁচশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. অর্থাৎ ঐ পর্বতের শপথ! যার উপর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে তাঁর সাথে কথা বলার সম্মান দ্বারা ধন্য করেছেন।

টীকা-৩. ঐ 'কিতাব' দ্বারা হয়ত 'তাওরীত' বুঝানো হয়েছে অথবা 'ক্বোরআন' অথবা 'লওহ-ই-মাহফূয' অথবা কৃতকর্মসমূহ লিপিবদ্ধকারী ফিরিশ্‌তাদের 'দপ্তর'।

সূরা তূর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা তূর মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৪৯ রুকূ'-২

রুকূ' - এক

১. 'তূর'-এর শপথ (২), وَالطُّوْرِ ①

২. এবং ঐ কিতাবের (৩), যা লিখিত রয়েছে– وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ②

৩. উন্মুক্ত দপ্তরের মধ্যে, فِیْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ③

৪. এবং বায়তুল মা'মূরের (৪), وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ④

৫. এবং সমুন্নত ছাদের (৫), وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ⑤

৬. এবং অগ্নি-প্রজ্জ্বলিত সমূদ্রের (৬)– وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ⑥

৭. নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী (৭); اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ⑦

৮. সেটা কেউ দূরীভূত করতে পারবে না। مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ⑧

৯. যে দিন আস্‌মান আন্দোলিত হবার মতো আন্দোলিত হবে (৮); يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ⑨

১০. এবং পর্বতমালা চলার মতো চলতে থাকবে (৯); وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ⑩

১১. সুতরাং সে দিন দুর্ভোগ অস্বীকারকারীদের জন্য (১০)– فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ⑪

১২. যারা অসার কার্যকলাপের মধ্যে (১১) খেলা করছে। الَّذِيْنَ هُمْ فِیْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ⑫

১৩. যে দিন তাদেরকে জাহান্নামের দিকে সজোরে ধাক্কা দিতে দিতে নিয়ে যাওয়া হবে (১২)– يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ⑬

১৪. 'এটা হচ্ছে ঐ আগুন, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে (১৩)।' هٰذِهِ النَّارُ الَّتِیْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ⑭

টীকা-৪. 'বায়তুল মা'মুর' সপ্তম আস্‌মানে 'আরশ্'-এর সম্মুখে কা'বা শরীফের একেবারে মুখোমুখি অবস্থিত। এটা আস্‌মানবাসীদের 'ক্বিব্‌লা'। প্রত্যহ সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা তাতে তাওয়াফ ও নামাযের জন্য হাযির হয়। অতঃপর কখনো তাদের দ্বিতীয়বার ফিরে যাবার সুযোগ হয়না। প্রত্যহ নতুন সত্তর হাজার ফিরিশ্‌তা হাযির হন।

হাদীস-ই-মি'রাজ- এ বিশুদ্ধ সনদ সহকারে প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সপ্তম আসমানে 'বায়তুল মা'মূর' পরিদর্শন করেছেন।

টীকা-৫. এটা দ্বারা 'আসমান' বুঝানো হয়েছে। যা যমীনের জন্য ছাদ স্বরূপ অথবা 'আরশ' যা জান্নাতের ছাদ। ইমাম ক্বোরতাবী হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকা-৬. বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামত-দিবসে সমস্ত সমুদ্রকে আগুনে পরিণত করবেন; ফলে জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ আরো বৃদ্ধি পাবে। (খাযিন)

টীকা-৭. কাফিরদেরকে যেটার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে;

টীকা-৮. চাক্কির মত ঘুরবে। আর এভাবে কম্পন করতে থাকবে যে, সেটার অংশগুলো ছিন্নভিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে।

টীকা-৯. যেভাবে ধূলিকণা বাতাসে উড়তে থাকে। এ দিবস ক্বিয়ামতের-দিবস হবে।

টীকা-১০. যারা রসূলগণকে অস্বীকার করতো–

টীকা-১১. কুফর ও মিথ্যার

টীকা-১২. এবং জাহান্নামের দারোগা কাফিরদের হাতগুলো তাদের ঘাড়ের সাথে এবং পা কপালের সাথে মিলিয়ে বাঁধবেন এবং তাদেরকে মুখের উপর ভর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। আর তাদেরকে বলা হবে–

টীকা-১৩. পৃথিবীতে

টীকা-১৪. এটা তাদেরকে এ জন্যই বলা হবে যে, তারা দুনিয়ায় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিকে যাদুর সম্পর্ক রচনা করতো। আরও বলতো, "তিনি আমাদের নজরবন্দ করেছেন।"

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ١٥

اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٦

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١٧

فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ١٨

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ ۖ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ٢٠

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ٢١

وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ٢٢

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ٢٣

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ٢٤

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٢٥

১৫. তবে কি এটা যাদু? না তোমরা দেখতে পাচ্ছো না (১৪)!

১৬. তাতে প্রবেশ করো এবং এখন চাই ধৈর্য ধরো, কিংবা না-ই ধরো- উভয়টাই তোমাদের জন্য সমান। (১৫) তোমাদের জন্য সেটারই বিনিময়, যা তোমরা করছিলে (১৬)।

১৭. নিশ্চয় খোদাভীরুগণ বাগানসমূহে এবং শান্তিতে রয়েছে।

১৮. আপন প্রতিপালকের প্রদত্ত নি'মাতের উপর আনন্দিত (১৭); এবং তাদেরকে তাদের প্রতিপালক আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন (১৮)।

১৯. আহার করো ও পান করো তৃপ্তি সহকারে- পুরস্কাররূপে আপন কর্মসমূহের (১৯);

২০. তারা আসনসমূহে হেলান দিয়ে বসবে, যেগুলো সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত; এবং আমি তাদের বিবাহ দেবো বড় বড় চোখসম্পন্না হূরদের সাথে।

২১. এবং যারা ঈমান এনেছে আর তাদের সন্তানগণ ঈমান সহকারে তাদের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে মিলন ঘটাবো (২০) এবং তাদের কর্মের মধ্যে তাদেরকে কিছুই কম দেবো না (২১)। প্রত্যেক মানুষ আপন কৃতকর্মের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে (২২)।

২২. এবং আমি তাদের সাহায্য করবো ফলমূল ও মাংস দ্বারা, যা তারা আকাঙ্খা করবে (২৩)।

২৩. একে অপরের নিকট থেকে নেবে ঐ পানপাত্র, যার মধ্যে না থাকবে অনর্থক কথাবার্তা, না পাপ (২৪)।

২৪. এবং তাদের সেবক বালকগণ তাদের চতুর্দিকে ঘুরবে (২৫), যেন তারা মুক্তা, গোপনে সংরক্ষণ করা হয়েছে (২৬)।

২৫. এবং তাদের মধ্যে একে অপরের দিকে মুখ করেছে জিজ্ঞাসাকারী অবস্থায় (২৭)।

টীকা-১৫. না কোথাও পলায়ন করতে পারে, না শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে। আর এ শাস্তি-

টীকা-১৬. দুনিয়ায় কুফর ও অস্বীকার করেছে।

টীকা-১৭. তাঁর দান, নি'মাত, মঙ্গল ও সম্মানের উপর;

টীকা-১৮. এবং তাদেরকে বলা হবে,

টীকা-১৯. যা তোমরা দুনিয়ায় করেছো। অর্থাৎ ঈমান এনেছো এবং খোদা ও রসূলের আনুগত্য অবলম্বন করেছো;

টীকা-২০. জান্নাতের মধ্যে যদিও পিতা-পিতামহের মর্যাদা উন্নত হয়, তবুও তাদের খুশীর খাতিরে তাদের সন্তান-সন্ততিকে তাদের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহ ও বদান্যতাক্রমে ঐসব সন্তান-সন্ততিকেও ঐ মর্যাদা দান করবেন।

টীকা-২১. তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ সাওয়াব প্রদান করেছেন এবং সন্তান-সন্ততির মর্যাদাকেও স্বীয় অনুগ্রহ ও বদান্যতা দ্বারা সমুন্নত করে দিয়েছেন।

টীকা-২২. অর্থাৎ প্রত্যেক কাফির আপন কুফরী কাজে দোযখের মধ্যে গ্রেফতার থাকবে। (খাযিন)

টীকা-২৩. অর্থাৎ জান্নাতবাসীদেরকে আমি আপন অনুগ্রহ দ্বারা মুহূর্তে মুহূর্তে অধিকতর নি'মাত দান করবো।

টীকা-২৪. যেমন দুনিয়ায় শরাবের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের অনিষ্টকারী উপাদান ছিলো। কেননা, জান্নাতের শরাব পান করলে না বিবেকভ্রষ্ট হয়, না স্বভাব বিকৃত হয়, না পানকারী অনর্থক বকাবকি করে, না গুনাহ্গার হয়।

টীকা-২৫. সেবার নিমিত্ত এবং তাদের সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার অবস্থা এই যে,

টীকা-২৬. যাদের গায়ে কারো হাতই লাগেনি। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, কোন জান্নাতবাসীর নিকট সেবার জন্য ছুটাছুটিকারী বালক হাজারের কম হবে না এবং প্রত্যেক সেবক পৃথক পৃথক সেবার নিয়োজিত থাকবে।

টীকা-২৭. অর্থাৎ জান্নাতবাসী জান্নাতের মধ্যে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে, "দুনিয়ায় কোন্ অবস্থায় ছিলে এবং কি কাজ করতে?" এ প্রশ্ন করা আল্লাহ্র

নি'মাতের স্বীকারোক্তির জন্যই হবে।

টীকা-২৮. আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে এবং এ আশঙ্কায় যে, কুপ্রবৃত্তি ও শয়তান যেন ঈমানের ক্ষতি সাধানের কারণ না হয়; এবং সৎকর্মসমূহে বাধা সৃষ্টি করা ও অসৎকর্মসমূহে গ্রেফতার হয়ে যাবারও আশঙ্কা ছিলো।

টীকা-২৯. দয়া ও ক্ষমা করে-

টীকা-৩০. অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনের শাস্তি থেকে, যা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার কারণে 'সামূম' অর্থাৎ 'লূ' নামে আখ্যায়িত হয়েছে।

قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ﴿٢٦﴾

২৬. তারা বললো, 'নিশ্চয় আমরা ইতোপূর্বে আমাদের গৃহগুলোর মধ্যে ভীত অবস্থায় ছিলাম (২৮)।

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ﴿٢٧﴾

২৭. অতঃপর আল্লাহ্ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন (২৯) এবং আমাদেরকে 'লূ'-এর শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন (৩০)।

اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ﴿٢٨﴾

২৮. নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রথম জীবনে (৩১) তাঁরই ইবাদত করেছিলাম। নিশ্চয় তিনিই অনুগ্রহশীল, দয়ালু।'

রুকূ' - দুই

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ﴿٢٩﴾

২৯. অতঃপর হে মাহবূব! আপনি উপদেশ দিন (৩২) যে, 'আপনি আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহে না 'জ্যোতিষী' হন, না 'উন্মাদ'।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿٣٠﴾

৩০. অথবা তারা কি বলে (৩৩), 'তিনি কবি, আমরা তাঁর উপর কালের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছি (৩৪)?'

قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿٣١﴾

৩১. আপনি বলুন, 'অপেক্ষা করতে থাকো (৩৫)। আমিও তোমাদের অপেক্ষায় আছি (৩৬)।'

اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿٣٢﴾

৩২. তাদের বিবেক-বুদ্ধি কি তাদেরকে এ নির্দেশ দিচ্ছে (৩৭), না তারা অবাধ্য লোক (৩৮)?

اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٣٣﴾

৩৩. অথবা তারা কি বলে, 'তিনি (৩৯) এ ক্বোরআন রচনা করে নিয়েছেন?' বরং তারা ঈমান রাখে না (৪০)।

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿٣٤﴾

৩৪. সুতরাং তারা যেন এমন একটা বাণী নিয়ে আসে (৪১), যদি তারা সত্যবাদী হয়!

اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ

৩৫. তারা কি কোন মূল থেকে সৃষ্ট নয় (৪২),

টীকা-৩১. অর্থাৎ দুনিয়ায় নিষ্ঠার সাথে শুধু-

টীকা-৩২. মক্কার কাফিরদেরকে এবং তাদের আপনাকে 'জ্যোতিষী' ও 'উন্মাদ' বলার কারণে আপনি উপদেশ দান করা থেকে বিরত থাকবেন না। এ কারণে-

টীকা-৩৩. অর্থাৎ এসব মক্কাবাসী কাফির আপনার সম্বন্ধে

টীকা-৩৪. যে, যেমনিভাবে তাঁর পূর্বেকার যুগের কবিগণ মৃত্যুবরণ করেছে এবং তাদের দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে, তেমনি অবস্থা তাঁরও হোক! (আল্লাহ্রই আশ্রয়!) আর ঐ কাফিরগণ একথাও বলতো, "তাঁর পিতার মৃত্যু যৌবনেই হয়েছে। তাঁরও তেমনই হবে।" আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবকে এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

টীকা-৩৫. আমার মৃত্যুর

টীকা-৩৬. যে, তোমাদের উপর আল্লাহ্র শাস্তি আসবে। সুতরাং তাই হয়েছে। আর ঐসব কাফির বদরের যুদ্ধে হত্যা ও বন্দীর শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছে।

টীকা-৩৭. যা তারা হুযূরের শানে বলছে; যেমন- কবি, যাদুকর, জ্যোতিষী ও উন্মাদ। এমন মন্তব্য করা সম্পূর্ণ বিবেক-বিরোধী। মজার ব্যাপার এ যে, উন্মাদও বলতে থাকে, আবার কবিও, যাদুকরও এবং জ্যোতিষীও বলতে থাকে। অতঃপর নিজেরা বিবেকবান বলেও দাবী করে!

টীকা-৩৮. যে, একগুঁয়েমীতে অন্ধ হয়ে আছে, আর কুফর ও অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

টীকা-৩৯. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন অন্তর থেকে

টীকা-৪০. এবং শত্রুতা ও অপবিত্র প্রবৃত্তির কারণে এমন দোষারোপ করছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করছেন যে, যদি তাদের ধারণায় এ ক্বোরআনের মতো বাণী কেউ রচনা করতে পারে;

টীকা-৪১. যা শ্রুতি-মাধুর্যে, সুস্পষ্ট বর্ণনাভঙ্গির সৌন্দর্যে ও ভাষা-অলংকারের সমৃদ্ধিতে সেটার সমতুল্য হয়,

টীকা-৪২. অর্থাৎ তারা কি মাতা-পিতার মাধ্যমে সৃষ্ট হয়নি? নিছক জড় পদার্থ, বিবেকহীন- যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ স্থির করা যাবে না-এমন নয়। অথবা

এই অর্থ যে, 'তারা কি বীর্য থেকে সৃষ্ট হয়নি? এবং তাদেরকে কি আল্লাহ্ পাক সৃষ্টি করেন নি?'

টীকা-৪৩. যে, তারা কি নিজেদেরকে নিজেরাই সৃষ্টি করে নিয়েছে? এটাও অসম্ভব। সুতরাং নিশ্চিতভাবে তাদের এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর কি কারণে তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করছে না এবং বোত্গুলোরই পূজা করছে?

টীকা-৪৪. এটাও নয়; এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ আস্মান ও যমীন সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না। তবুও কেন তাঁর ইবাদত করছে না?

টীকা-৪৫. আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব এবং তাঁর কুদ্‌রত ও স্রষ্টা হওয়ার বিষয়ে যদি তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতো, তবে অবশ্যই তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনতো।

না তারা স্রষ্টা (৪৩)?

أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝٣٥

৩৬. না কি আস্মান ও যমীনকে তারাই সৃষ্টি করেছে (৪৪)? বরং তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস নেই (৪৫)।

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ۝٣٦

৩৭. আপনার প্রতিপালকের ভাণ্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে (৪৬), না তারা নিয়ন্তা (৪৭)?

أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ۝٣٧

৩৮. না কি তাদের নিকট কোন সিঁড়ি আছে (৪৮), যাতে আরোহণ করে তারা শুনে নেয় (৪৯)? থাকলে তাদের শ্রবণকারী সুস্পষ্ট সনদ নিয়ে আসুক!

أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝٣٨

৩৯. তবে কি কন্যাগণ তাঁরই, আর পুত্রগণ (৫০) তোমাদের?

أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ۝٣٩

৪০. তবে কি আপনি তাদের নিকট থেকে (৫১) কোন পারিশ্রমিক চাচ্ছেন? ফলে তারা করের বোঝায় চাপা পড়ে আছে (৫২)!

أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ۝٤٠

৪১. না কি তাদের নিকট অদৃশ্য জ্ঞান আছে, যা দ্বারা তারা বিধি লিপিবদ্ধ করে (৫৩)?

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۝٤١

৪২. অথবা তারা কি কোন চক্রান্তের ইচ্ছা করছে (৫৪)? অতঃপর কাফিরদেরই উপর চক্রান্ত আপতিত হওয়া সমীচীন (৫৫)।

أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ۝٤٢

৪৩. না কি আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের অন্য কোন খোদা আছে (৫৬)? আল্লাহ্রই পবিত্রতা তাদের শির্ক থেকে।

أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٤٣

৪৪. এবং যদি আস্মান থেকে কোন টুকরা পতিত হতে দেখে তবে বলবে, 'তা তো পুঞ্জিভূত মেঘখণ্ড (৫৭)!'

وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ۝٤٤

টীকা-৪৬. নবূয়ত ও রিয্ক্ ইত্যাদির? ফলে, তাদের ইখ্তিয়ার থাকতো, যেখানে ইচ্ছা ব্যয় করতো, যাকে চায় দিতো!

টীকা-৪৭. খোদ্-মোখতার, যা ইচ্ছা তাই করেন, কেউ প্রশ্ন করার নেই?

টীকা-৪৮. আস্মানের দিকে লাগানো;

টীকা-৪৯. এবং তারা জেনে নেয় যে, কে প্রথমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, এবং কার বিজয় হবে? যদি তাদের সেটার দাবী থাকে।

টীকা-৫০. এটা তাদের নির্বুদ্ধিতা ও আহাম্মকীরই বিবরণ। যেহেতু তারা নিজেদের জন্য পুত্র-সন্তান পছন্দ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঐ কন্যাদের সম্বন্ধ রচনা করে, যাদেরকে তারা অপছন্দ করে।

টীকা-৫১. ধর্মের শিক্ষা দানের জন্য

টীকা-৫২. এবং আর্থিক ব্যয়ের চাপের কারণে ইসলাম গ্রহণ করছে না- এটাও তো নয়। সুতরাং ইসলাম গ্রহণে তাদের আপত্তি কিসের?

টীকা-৫৩. যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে না। হাঁ, উত্থিত হলেও শাস্তি দেয়া হবে না- এ কথাও নয়।

টীকা-৫৪. 'দার-আল্-নাদ্ওয়া'তে (সম্মেলন কক্ষ) একত্রিত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নবী, সত্যপথপ্রদর্শক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনিষ্ট সাধন ও তাঁকে শহীদ করার পরামর্শ করে?

টীকা-৫৫. তাদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রর অশুভ পরিণতি তাদের উপরই পতিত হবে। সুতরাং তেমনিই ঘটেছে। আল্লাহ্ তা'আলা আপন নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে বদরের যুদ্ধে ধ্বংস করেছেন।

টীকা-৫৬. যে তাদেরকে জীবিকা দেয় এবং আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে?

টীকা-৫৭. এটা হচ্ছে ঐ কাফিরদের উক্তির জবাব, যারা বলে, "আমাদেরকে আসমান থেকে কোন একটা টুকরা আপতিত করে শাস্তি দিন।" আল্লাহ্ তা'আলা এরই জবাবে এরশাদ ফরমান- তাদের কুফর ও অবাধ্যতা এমনভাবে সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে, যদি তাদের উপর এমনও করা হয় যে, যদি আস্মান থেকে কোন টুকরার পতনও ঘটানো হয় আর আসমান থেকে তা পতিত হতেও দেখে, তবুও তারা কুফর থেকে বিরত হবে না এবং একগুঁয়েমীবশতঃ এ

কথাই বলবে যে, 'এতো মেঘ। তা থেকে আমরা বৃষ্টিসিক্ত হবো, তৃষ্ণা নিবারণ করবো।'

টীকা-৫৮. এটা দ্বারা 'প্রথম ফুৎকার' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫৯. মোটকথা, কোন মতেই তারা আখিরাতের শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবে না।

টীকা-৬০. তাদের কুফরের কারণে, আখিরাতের শাস্তির পূর্বে; আর সেই শাস্তি হচ্ছে হয়ত বদরের যুদ্ধে নিহত হওয়া অথবা ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের সাত বছর ব্যাপী দুর্দশা অথবা কবরের শাস্তি।

টীকা-৬১. যে, তারা শাস্তিতে আক্রান্ত হবে।

টীকা-৬২. এবং যেই অবকাশ তাদেরকে দেয়া হয়েছে, তাতে মন সংকুচিত করবেন না।

টীকা-৬৩. তারা আপনার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না।

টীকা-৬৪. নামাযের জন্য। এটা দ্বারা 'প্রথম তাকবীর'-এর পর 'সানা' (سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ) পাঠ করার কথা বুঝানো হয়েছে। অথবা অর্থ এ যে, যখন শোয়ার পর জেগে উঠবেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার হাম্দ ও তাস্বীহ্ পাঠ করুন!" অথবা এ অর্থ যে, 'প্রত্যেক বৈঠক থেকে উঠার সময় হাম্দ ও তাস্বীহ পাঠ করুন!'

টীকা-৬৫. অর্থাৎ আকাশের তারকারাজি অস্তমিত হয়ে যাবার পর। অর্থ এ যে, ঐ সময়গুলোর মধ্যে আল্লাহ্র তাস্বীহ ও প্রশংসাবাক্য পাঠ করুন!

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, 'তাস্বীহ' দ্বারা 'নামায' বুঝানো হয়েছে। ★

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ۙ

৪৫. সুতরাং আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন যে পর্যন্ত না তারা তাদের ঐ দিনের সাক্ষাত পায়, যেদিন তারা বেহুঁশ হয়ে পড়বে (৫৮)।

يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ؕ

৪৬. যেদিন তাদের চক্রান্ত কোন কাজে আসবে না, না তাদের সাহায্য করা হবে (৫৯)।

وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

৪৭. এবং নিশ্চয় যালিমদের জন্য এর পূর্বে একটা শাস্তি আছে (৬০), কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশের নিকট খবর নেই (৬১)।

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۙ

৪৮. এবং হে মাহবূব! আপনি আপন প্রতিপালকের আদেশের উপর স্থির থাকুন (৬২)। কারণ, নিশ্চয় আপনি আমার রক্ষণাবেক্ষণে রয়েছেন (৬৩)। এবং আপন প্রতিপালকের প্রশংসাকারী হয়ে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন! যখন আপনি দণ্ডায়মান হোন (৬৪)।

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ع

৪৯. এবং রাতের কিছু অংশে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তারকাগুলোর পৃষ্ঠ প্রদর্শনের সময় (৬৫)। ★

সূরা আন্-নাজ্ম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা আন্-নাজম মক্কী	আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৬২ রুকূ'-৩

রুকূ' - এক

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ

১. ঐ প্রিয় উজ্জ্বল নক্ষত্র মুহাম্মদের শপথ, যখন তিনি মে'রাজ থেকে অবতরণ করেন (২);

****

টীকা-১. 'সূরা ওয়ান্-নাজ্ম' মক্কী; তাতে তিনটি রুকূ', বাষট্টিটি আয়াত, তিনশ ষাটটি পদ এবং এক হাজার চারশ পাঁচটি বর্ণ আছে। এটাই ঐ সর্বপ্রথম সূরা, যা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছিলেন এবং হেরম শরীফের মধ্যে মুশরিকদের সামনাসামনি পাঠ করেছিলেন।

টীকা-২. 'নাজ্ম' (نجم) শব্দের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকগণ একাধিক অভিমত প্রকাশ করেন। কেউ কেউ 'সুরাইয়া' (ثُرَيَّا) (সপ্তর্ষিমণ্ডলস্থ নক্ষত্র) বলেছেন। যদিও 'সুরাইয়া' ثُرَيَّا কতিপয় তারকার সমষ্টির নাম। কিন্তু ' نجم ' শব্দটা ঐ অর্থে ব্যবহার করা আরবদেরই প্রথা। কেউ কেউ ' نجم ' শব্দটা 'জাতিবাচক' অর্থে ব্যবহার করেছেন (جنس نجوم); কেউ কেউ বলেন- 'নাজ্ম' হচ্ছে ঐ সমস্ত উদ্ভিদ, যেগুলোর কাণ্ড নেই; বরং মাটির উপরই প্রসারিত হয়। কেউ কেউ ' نجم ' দ্বারা 'ক্বোরআন' বুঝিয়েছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা মধুর তাফসীর হচ্ছে সেটাই, যা হযরত অনুবাদক (কুদ্দিসা সিররুহু) উল্লেখ করেছেন- 'নাজ্ম' (نجم) দ্বারা 'সত্য পথ প্রদর্শক, নবীকুল

★ 'সূরা তূর' সমাপ্ত।

সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সত্তা' বুঝানো হয়েছে। (খাযিন)

টীকা-৩. ' صَاحِبُكُمْ ' (তোমাদের সাহিব) দ্বারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, হুযূর আনওয়ার আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম কখনো হিদায়তের সত্য পথ থেকে বিমুখ হননি; সর্বদা আপন প্রতিপালকের তাওহীদ ও ইবাদতের মধ্যেই থাকেন। হুযূরের নিষ্পাপ দামনকে কখনো কোন অপছন্দনীয় কাজের ধূলিবালি স্পর্শ করেনি। ★

আর 'বিপথে না চলা' দ্বারা এ কথা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, হুযূর সর্বদা সরল-সঠিক পথ-প্রদর্শনের সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন থাকেন। ভ্রান্ত বিশ্বাসের সামান্য গন্ধ পর্যন্ত কখনো হুযূরের প্রশস্ত চাদর মুবারকের কিনারায়ও পৌঁছতে পারেনি।

টীকা-৪. এটা 'প্রথম বাক্যের' পক্ষে প্রমাণ। হুযূরের পক্ষে সত্য পথ থেকে বিমুখ হওয়া ও বিপথগামী হওয়া অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার। কেননা, তিনি স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে কোন কথাই বলতেন না। তিনি যা বলেন, তা আল্লাহর ওহীই হয়ে থাকে। আর এতে হুযূরের সমুন্নত চরিত্র ও তাঁর মর্যাদার বিবরণ রয়েছে। 'নাফ্স' (প্রবৃত্তি)-এর সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা এ যে, তা আপন কামনাকে বর্জন করবে। (তাফসীর-ই-কবীর) এবং এতে এ কথারও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীর মধ্যে বিলীন হবার ঐ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন যে, তাঁর নিজস্ব কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি; আল্লাহর জ্যোতির প্রতিফলন এমন পরিপূর্ণভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে যে, তিনি যা কিছু বলেন, তা আল্লাহর ওহীই হয়ে থাকে। (রূহুল বয়ান)

টীকা-৫. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে

টীকা-৬. যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী করেছেন। আর এ 'শিক্ষা দান' দ্বারা হৃদয় মুবারক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়া বুঝানো উদ্দেশ্য।

টীকা-৭. কোন কোন তাফসীরকারক এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'প্রবল ক্ষমতাবান, শক্তিশালী' দ্বারা 'হযরত জিব্রাঈল' বুঝানো হয়েছে। আর 'শিক্ষা দেয়া' দ্বারা বুঝানো হয়েছে– 'আল্লাহর শিক্ষা দানের মাধ্যমেই শিক্ষা দেয়া'; অর্থাৎ আল্লাহর ওহী পৌঁছানো। হযরত হাসান বসরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, شَدِيْدُ الْقُوٰى ذُوْ مِرَّةٍ দ্বারা 'আল্লাহ্ তা'আলা'র কথা বুঝানো হয়েছে। তিনি স্বীয় যাতকে এ গুণ দ্বারা উল্লেখ করেছেন। অর্থ এই যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তা'আলা কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে শিক্ষা দিয়েছেন। (তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান)

সূরা ঃ ৫৩ আন্-নাজ্ম	৯৪৩	পারা ঃ ২৭
২. তোমাদের 'সাহিব' ★ না পথভ্রষ্ট হয়েছেন, না বিপথে চলেছেন (৩)।		مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ ②
৩. এবং তিনি কোন কথা নিজ প্রবৃত্তি থেকে বলেন না।		وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۗ ③
৪. তাতো নয়, কিন্তু ওহীই, যা তাঁর প্রতি (নাযিল) করা হয় (৪)।		إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ ④
৫. তাঁকে (৫) শিক্ষা দিয়েছেন (৬) প্রবল শক্তিসমূহের অধিকারী,		عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۙ ⑤
৬. শক্তিমান (৭)। অতঃপর ঐ জ্যোতি ইচ্ছা করলেন (৮);		ذُوْ مِرَّةٍ ۗ فَاسْتَوٰى ۙ ⑥

মানযিল - ৭

টীকা-৮. সাধারণ তাফসীরকারকগণ فَاسْتَوٰى (তিনি ইচ্ছা করেন) - এর 'কর্তা' ও হযরত জিব্রাঈলকে স্থির করেছেন। আর এ অর্থ গ্রহণ করেছেন যে, 'হযরত জিব্রাঈল আমীন আপন আসল আকৃতিতে আবির্ভূত হলেন।' আর এর কারণ এই যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর প্রকৃত অকৃতিতে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস্ সালাম) পূর্ব দিগন্তে হুযূরের সম্মুখে আত্ম-প্রকাশ করলেন। আর তাঁর অস্তিত্ব পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপী বিরাজ করছিলো। এও বলা হয়েছে যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত কোন মানব হযরত জিব্রাঈলকে তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে দেখেনি। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন যে, হযরত জিব্রাঈলকে দেখা তো সঠিক এবং তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু হাদীসের মধ্যে এটার উল্লেখ নেই যে, এ আয়াতে 'হযরত জিব্রাঈলকে দেখার' কথা বুঝানো হয়েছে; বরং প্রকাশ্য তাফসীরে এটা আছে যে– فَاسْتَوٰى মানে 'বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উচ্চ স্থান ও সমুচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয়েছেন।' (তাফসীর-ই-কবীর)

'তাফসীর-ই-রূহুল বয়ান'-এ বর্ণিত হয়েছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম أُفُقِ اَعْلٰى (উচ্চতর দিগন্তে) অর্থাৎ আসমান-গুলোর উপরে সমাসীন হন। আর হযরত জিব্রাঈল 'সিদরাতুল মুন্তাহা'য় থেমে যান। সম্মুখে বাড়তে পারেন নি। তিনি বলেন, "যদি আমি সামান্যটুকুও সামনে অগ্রসর হই, তা'হলে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর মহত্ত্বের তীব্র জ্যোতিসমূহ আমাকে জ্বালিয়ে ফেলবে।" কিন্তু হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন। তিনি আরশের অবস্থান থেকেও আগে অতিক্রম করে গেলেন। আর হযরত অনুবাদক কুদ্দিসা সিররুহুর অনুবাদও এদিকে ইঙ্গিত বহন করে যে, اِسْتَوٰى -এর সম্বন্ধ আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যাত মহামহিমের প্রতিই। এ অভিমতটা হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুরও।

★ 'সাহিব'-এর অর্থ হচ্ছে 'সাথী'। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সবার 'সাথী' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ, হুযূর প্রাণের সাথী, ঈমানের সাথী, যেখানে সবাই সঙ্গ ছেড়ে দেয়– কবর ও হাশর ইত্যাদিতে, সেখানে হুযূর সাথে থাকেন। (নূরুল ইরফান)

টীকা-৯. এখানেও সাধারণ তাফসীরকারকগণ এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এ অবস্থা হযরত জিব্রাঈল আমীনের। কিন্তু ইমাম রাযী (আলায়হির রাহ্মাহ্) বলেছেন- এটাই প্রকাশ্য যে, এ অবস্থাটা হযরত বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামেরই; যেহেতু তিনি أُفُقِ أَعْلَىٰ অর্থাৎ আস্‌মানসমূহের উপর ছিলেন; যেমন কেউ বললো, "আমি ছাদের উপর চাঁদ দেখেছি, পাহাড়ের উপর চাঁদ দেখেছি।" এর অর্থ এ নয় যে, চাঁদ ছাদ অথবা পাহাড়ের উপর ছিলো; বরং এ অর্থ হয় যে, প্রত্যক্ষকারী ছাদ অথবা পাহাড়ের উপর ছিলো। অনুরূপভাবে, এখানেও এ অর্থ যে, হুযূর পাক আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আস্‌মানসমূহের উপর যখন পৌঁছেন, তখনই আল্লাহ্‌র তাজাল্লী (তীব্র জ্যোতি) তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করেছে।

টীকা-১০. এর অর্থেও তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

এক) এর অর্থ হচ্ছে- হযরত জিব্রাঈল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হয়েছেন। অর্থাৎ তিনি (হযরত জিব্রাঈল) আপন প্রকৃত আকৃতি দেখানোর পর হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাযির হয়েছেন।

দুই) বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছেন।

তিন) আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আপন নৈকট্যের নি'মাত প্রদান করে ধন্য করেছেন। এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত।

টীকা-১১. এ প্রসঙ্গেও কতিপয় অভিমত রয়েছেঃ

এক) 'নিকটবর্তী হওয়া' দ্বারা হুযূরের উর্ধ্বলোকে গমন ও সাক্ষাত বুঝানো হয়েছে। আর নেমে আসা দ্বারা 'অবতরণ ও ফিরে আসা' বুঝানো হয়েছে। তখন সারার্থ এ হয় যে, 'তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভ করেছেন। অতঃপর সরাসরি সাক্ষাতের নি'মাতসমূহের সৌভাগ্য লাভ করে সৃষ্টি জগতের দিকে মনোনিবেশ করলেন।'

৭. আর তিনি উচ্চাকাশের সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিলেন (৯)।	وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ⑦
৮. অতঃপর ঐ জ্যোতি নিকটবর্তী হলো (১০)। অতঃপর খুব নেমে আসলো (১১)।	ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ⑧
৯. অতঃপর ঐ জ্যোতি ও এ মাহবূবের মধ্যে দু'হাতের ব্যবধান রইলো; বরং তদপেক্ষাও কম (১২)।	فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ⑨
১০. তখন ওহী করলেন আপন বান্দার প্রতি যা ওহী করার ছিলো (১৩)।	فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ⑩

দুই) আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যাত আপন করুণা ও কৃপা দ্বারা আপন হাবীবের নিকটস্থ হলেন এবং এ নৈকট্যকে আরো বৃদ্ধি করলেন।

তিন) বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে 'আনুগত্যের সাজদা' পালন করেছেন। (রূহুল বয়ান)

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে- "নিকটবর্তী হলেন পরাক্রমশালী, রব্বুল ইয্‌যাত।" (খাযিন)

টীকা-১২. এটা ইঙ্গিত বহন করছে 'নৈকট্য লাভের উপর জোর দেয়ার প্রতি'। অর্থাৎ 'সান্নিধ্য পূর্ণমাত্রায় পৌঁছেছে। আর শিষ্টাচারপূর্ণ বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যেই নৈকট্য কল্পনা করা যায়, তা আপন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে।'

টীকা-১৩. অধিকাংশ ওলামা ও মুফাস্‌সিরের মতে, এর অর্থ এ যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপন খাস্ বান্দা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ওহী করলেন (জুমাল)।

হযরত জাফর সাদেক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন- আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাকে ওহী করলেন যা ওহী করার ছিলো। এ ওহী সরাসরি ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর হাবীবের মধ্যখানে কোন মাধ্যম ছিলো না। আর এটা খোদা ও রসূলের মধ্যেকার রহস্যাদিই ছিলো, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নয়।

'বাক্বলী' বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ রহস্যকে সমস্ত সৃষ্টি থেকে গোপন রেখেছেন এবং বর্ণনা করেন নি যে, আপন হাবীবকে কি ওহী করেছেন। বস্তুতঃ প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যখানে এমন কিছু রহস্য থাকে, যেগুলো তারা ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। (রূহুল বয়ান)

আলিমগণ এ কথাও বলেছেন যে, ঐ রাতে হুযূর (দঃ)-কে যা ওহী ফরমানো হয়েছিলো তা কয়েক প্রকারের জ্ঞান ছিলোঃ

এক) শরীয়ত ও বিধানাবলীর জ্ঞান (علم شرائع واحكام), যেগুলো সবার নিকট প্রচার করা যায়।

দুই) আল্লাহ্‌র পরিচিতি সম্পর্কিত জ্ঞান (علم معارف الهيه), যেগুলো খাস বান্দাদেরকে বলা যায়।

তিন) গভীর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানসমূহের ফলাফল এবং নিগূঢ় বাস্তবতা (حقائق ونتائج علوم ذوقيه), যেগুলো শুধু বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশেষতম ব্যক্তিকে মুখে মুখে শিক্ষা দেয়া যায়।

চার) এ ধরণের এমন কিছু রহস্য, যা আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের সাথেই খাস্; অন্য কেউ তা বরদাস্ত করতে পারে না। (রূহুল বয়ান)

টীকা-১৪. চক্ষু। অর্থাৎ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় চক্ষুদ্বয় যা প্রত্যক্ষ করেছে, তাঁর বরকতময় হৃদয় তার সত্যায়ন করেছে। অর্থ এ যে, চোখে দেখেছেন আর অন্তরে চিনতে পেরেছেন। আর এ দেখা ও চেনার মধ্যে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোন অবকাশ নেই।

এখন কথা হচ্ছে কি দেখেছেন?

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন যে, হযরত জিব্রাঈলকে দেখেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে এ যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন প্রতিপালক আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলাকেই দেখেছেন।

আর এ দেখাটাও কিভাবে ছিলো– কপালের চোখে, না অন্তরের চোখে? এ প্রসঙ্গেও তাফসীরকারকদের দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার অভিমত হচ্ছে– হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাব্বুল ইয্যাতকে আপন হৃদয় মুবারক দিয়ে দু'বার দেখেছেন। (ইমাম মুসলিম এটা বর্ণনা করেন)।

অন্য এক দলের অভিমত এ যে, তিনি আপন মহামহিম প্রতিপালককে প্রকৃতপক্ষে, আপন চোখে দেখেছেন। এ অভিমত হযরত আনাস ইবনে মালিক, হযরত হাসান এবং ইকরামার। আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীমকে 'ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব' (خـلـت), হযরত মূসাকে 'সরাসরি বাক্যালাপ' (كـــلام) আর বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আপন 'দীদার' (সাক্ষাৎ)-এর বিশেষত্ব দান করেছেন। (তাঁদের সবার প্রতি 'সালাত' বা রহমত বর্ষিত হোক!) হযরত কা'আব বলেছেন– আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের সাথে দু'বার কথা বলেছেন। আর হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্কে দু'বার দেখেছেন। (তিরমিযী শরীফ)

কিন্তু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা সাক্ষাত লাভের বিষয়টা অস্বীকার করেন। আর এ আয়াত থেকে 'হযরত জিব্রাঈলের সাক্ষাতের' অর্থ গ্রহণ করেন। আর বলেন, যে কেউ বলে যে, "মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপন প্রতিপালককে দেখেছেন, সে মিথ্যা বলেছে।" আর তিনি দলীল হিসেবে لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ তেলাওয়াত করলেন। এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যনীয়ঃ

এক) হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হার অভিমত হচ্ছে– 'নেতিবাচক' আর হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার অভিমত 'ইতিবাচক'। সুতরাং, নিয়মানুযায়ী, ইতিবাচক উক্তিই প্রাধান্য পাবে। কেননা, নেতিবাচক মন্তব্যকারী এ জন্যই কোন কিছু সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্যকেই অবলম্বন করে যে, সে শুনেনি। আর ইতিবাচক মন্তব্যকারী এ জন্যই ইতিবাচক পন্থা অবলম্বন করে যে, সে শুনেছে ও জানতে পেরেছে। সুতরাং জ্ঞান ইতিবাচক মন্তব্যকারীর নিকটই রয়েছে।

দুই) তাছাড়া, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হা ঐ উক্তিটা হুযূরের নিকট থেকে উদ্ধৃত করেননি; বরং আয়াত থেকে স্বীয় বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা উদ্ভাবিত অর্থের উপরই নির্ভর করেছেন। সুতরাং এটা হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হারই ব্যক্তিগত অভিমত হলো।

১১. অন্তর মিথ্যা বলেনি যা দেখেছে (১৪)।

১২. তবে কি তোমরা তাঁর সাথে তিনি যা দেখেছেন তাতে বিতর্ক করছো (১৫)?

১৩. এবং তিনি তো ঐ জ্যোতি দু'বার দেখেছেন (১৬);

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ⑪

اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ⑫

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ⑬

তিন) কিন্তু তাঁর উপস্থাপিত আয়াতের মধ্যে اِدْرَاك শব্দ দ্বারা পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ব করাকেই অস্বীকার করা হয়েছে, দেখা বা সাক্ষাত করাকে নয়।

মাস্আলাঃ বিশুদ্ধ অভিমত এ যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর দীদার (সাক্ষাত) দ্বারা ধন্য করা হয়েছে। মুসলিম শরীফের, হাদীস-ই-মারফূ' সূত্রেও এ কথা প্রমাণিত হয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা– যিনি 'হাবরুল উম্মাহ্' (حَبْرُ الْاُمَّة) 'উম্মাতের আলিম' নামে খ্যাত, তিনিও এ অভিমতের উপর রয়েছেন। মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে رَاَيْتُ رَبِّيْ بِعَيْنِيْ وَبِقَلْبِيْ অর্থাৎ "আমি আমার প্রতিপালককে আপন চক্ষু ও আপন হৃদয় দ্বারা দেখেছি।" হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি শপথ করে বলতেন, "মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজের রাতে আপন প্রতিপালককে দেখেছেন।" হযরত ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, "আমি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপই ঘোষণা করছি– "হুযূর আপন প্রতিপালককে দেখেছেন। তাঁকে দেখেছেন, তাঁকে দেখেছেন ....।" ইমাম আহমদ এটা বলেই যাচ্ছিলেন যতক্ষণ না নিঃশ্বাস শেষ হলো।

টীকা-১৫. এতে মুশ্রিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে; যারা মি'রাজ রাত্রির ঘটনাবলীকে অস্বীকার করতো এবং তাতে বিতর্ক করতো।

টীকা-১৬. কেননা, সহজীকরণের দরখাস্তসমূহ পেশ করার জন্য কয়েকবারই উর্ধ্বলোকে গমন ও অবতরণ ঘটেছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন মহামহিম প্রতিপালককে আপন বরকতময় হৃদয় দ্বারা দু'বার দেখেছেন। তাঁর থেকে এটাও বর্ণিত হয় যে, হুযূর (দঃ) মহামহিম প্রতিপালককে স্বীয় চোখেই দেখেছেন।

টীকা-১৭. 'সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা' একটা গাছ। সেটার মূল হচ্ছে ৬ষ্ঠ আসমানে। আর শাখা-প্রশাখাগুলো সপ্তম আসমানে প্রসারিত। উচ্চতায় তা সপ্তম আসমানকেও ছাড়িয়ে গেছে। ফিরিশ্‌তাগণ, শহীদানের রূহসমূহ ও মুত্তাক্বী পরহেয্‌গারদের রূহগুলো সেটার আগে বাড়তে পারেনা।

টীকা-১৮. অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাগণ ও জ্যোতিসমূহ;

টীকা-১৯. এতে হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারণ, ঐ সমুচ্চ মর্যাদায়, যেখানকার কথা কল্পনা করতেও বিবেক-বুদ্ধি পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে যায়, সেখানে তিনি স্থির রয়েছেন। আর যেই নূর বা জ্যোতির সাক্ষাত উদ্দেশ্য ছিলো, সেটার সাক্ষাতের নি'মাত উপভোগ করেছেন; ডানে-বামে কোন দিকে দৃষ্টিপাত ও করেননি; না লক্ষ্যবস্তুর অবলোকন থেকে দৃষ্টি ফিরেছে, না হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের মতো বেহুঁশ হয়েছেন; বরং ঐ মহান স্থানে অবিচলিতই থাকেন।

টীকা-২০. অর্থাৎ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মি'রাজ রাত্রিতে বিশ্বরাজ্য ও আধ্যাত্মিক জগতের আশ্চর্যজনক নিদর্শনাদি পরিদর্শন করেছেন। আর তাঁর (দঃ) জ্ঞান সমস্ত অদৃশ্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানভাণ্ডারকে আয়ত্ব করে নিয়েছে। যেমন, 'ফিরিশ্‌তাদের বিতর্ক সম্পর্কীয় হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য হাদীসেও এর পক্ষে বিবরণ এসেছে। (রূহুল বয়ান)

টীকা-২১. 'লাত', 'ওয্‌যা' ও 'মানাত' কতিপয় মূর্তির নাম, যেগুলোর মুশরিকগণ পূজা করতো। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, "তোমরা কি এসব মূর্তি দেখেছো?" অর্থাৎ যাচাই-বাছাই ও ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছো? যদি এভাবে দেখে থাকো তা'হলে হয়ত তোমরাও এ কথা অনুধাবন করতে পেরেছো যে, এগুলো নিছক ক্ষমতাহীন; আর সর্বশক্তিমান সত্য আল্লাহ্ তা'আলাকে ছেড়ে ঐসব মূর্তির পূজা করা এবং সেগুলোকে তাঁর শরীক স্থির করা কি পরিমাণ জঘন্য যুলুম ও বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী! আর মক্কার মুশরিকগণ এ কথা বলতো যে, "এ মূর্তিগুলো ও ফিরিশ্‌তাগণ খোদার কন্যা।" এর খণ্ডনে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

টীকা-২২. যা তোমাদের নিকট এতই মন্দ বস্তু যে, তোমাদের মধ্যে কারো কন্যা সন্তান জন্মলাভ করার সংবাদ দেয়া হলে তার চেহারা বিকৃত হয়ে যায়, রং কালো হয়ে যায় এবং সে লোকদের নিকট থেকে গোপনে চলাফেরা করে, এমন কি তোমরা কন্যাদেরকে জীবিত গোরস্ত করে ফেলো। তবুও কি আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কন্যাসমূহ সাব্যস্ত করছো?

১৪. সিদ্‌রাতুল মুন্তাহার নিকটে (১৭)।	عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿١٤﴾
১৫. সেটার নিকট রয়েছে 'জান্নাতুল মা'ওয়া'।	عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى ﴿١٥﴾
১৬. যখন সিদ্‌রার উপর আচ্ছন্ন করছিলো যা আচ্ছন্ন করার ছিলো (১৮);	اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ﴿١٦﴾
১৭. চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে (১৯)।	مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾
১৮. নিশ্চয় আপন প্রতিপালকের বহু বড় নিদর্শন দেখেছেন (২০)।	لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾
১৯. তবে কি তোমরা দেখেছো লা-ত ও ওয্‌যা	اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾
২০. এবং ঐ তৃতীয় মানাতকে (২১)?	وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ﴿٢٠﴾
২১. তোমাদের জন্য কি পুত্র, আর তাঁর জন্য কি কন্যা (২২)?	اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ﴿٢١﴾
২২. তখন তো এ'টা জঘন্য অসঙ্গত বন্টন (২৩)!	تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾
২৩. সেগুলো তো নয়, কিন্তু কিছু নাম মাত্র, যেগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ-পুরুষগণ রেখে ফেলেছো (২৪)। আল্লাহ্ সেগুলোর পক্ষে কোন সনদ অবতীর্ণ করেন নি। তারা তো নিছক কল্পনা ও নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করছে (২৫)। অথচ নিশ্চয় তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সঠিক পথ-নির্দেশনা এসেছে (২৬)	اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾

টীকা-২৩. যে, যা কিছু নিজেদের জন্য মন্দ জ্ঞান করছো সেগুলো খোদার জন্য সাব্যস্ত করছো!

টীকা-২৪. অর্থাৎ ঐ সমস্ত মূর্তির নাম 'ইলাহ ও উপাস্য' রূপে তোমরা নিজেরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণই সম্পূর্ণ অমূলক ও ভুলভাবেই রেখে ফেলেছো, না এ গুলো প্রকৃতপক্ষে ইলাহ্, না উপাস্য।

টীকা-২৫. অর্থাৎ তাদের মূর্তিগুলোর পূজা করা– বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান ও আল্লাহ্‌র শিক্ষার পরিপন্থী এবং আপন খেয়াল-খুশী, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও স্বীয় নিছক কল্পনা-পূজার ভিত্তিতেই।

টীকা-২৬. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রসূল, যিনি সুস্পষ্টভাবেই বারংবার বলে দিয়েছেন যে, মূর্তি উপাস্য নয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযাগী নয়।

টীকা-২৭. অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা মূর্তিগুলো সম্পর্কে এ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আকাঙ্খা পোষণ করে থাকে যে, 'সে গুলো তাদের উপকারে আসবে।' এসব আশা-আকাঙ্খা বাতিল বা ভিত্তিহীন।

টীকা-২৮. তিনিই যাকে যা চান দান করেন। তাঁরই ইবাদত করা এবং তাঁকে সন্তুষ্ট রাখাই উপকারে আসবে।

২৪. মানুষ কি পেয়ে যাবে যা কিছুর সে কামনা করবে (২৭)?

أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾

২৫. সুতরাং আখিরাত ও দুনিয়া– সবকিছুরই মালিক আল্লাহ্‌ই (২৮)।

فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

রুকূ' - দুই

২৬. এবং কত ফিরিশ্‌তাই রয়েছে আস্‌মানসমূহে যে, তাদের সুপারিশ কোন কাজে আসে না, কিন্তু যখন আল্লাহ্ অনুমতি দিয়ে দেবেন, যার পক্ষে চান ও পছন্দ করেন (২৯)।

وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾

২৭. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা পরকালের উপর ঈমান রাখে না (৩০), তারা ফিরিশ্‌তাদের নাম নারীদের মতো রাখে (৩১)।

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ﴿٢٧﴾

২৮. এবং তাদের সে সম্পর্কে কোন খবর নেই। তারা তো নিছক অনুমানের পেছনে পড়েছে এবং নিশ্চয় অনুমান নিশ্চিত বিশ্বাসের স্থলে কোন কাজে আসে না (৩২)।

وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

২৯. সুতরাং আপনি তারই দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন, যে আমার স্মরণ থেকে ফিরে গেছে (৩৩)। এবং সে চায়নি, কিন্তু পার্থিব জীবনই (৩৪)।

فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

৩০. এখান পর্যন্তই তাদের জ্ঞানের দৌড় (৩৫)। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক খুব জানেন তারই সম্পর্কে, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালভাবেই জানেন তাকে, যে সঠিক পথ পেয়েছে।

ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿٣٠﴾

৩১. এবং আল্লাহ্‌রই যা কিছু আস্‌মানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে; যাতে দুষ্কৃতকারীদেরকে তাদের কৃতকর্মের বদলা দেন এবং সৎকর্মপরায়ণদেরকে অত্যন্ত উত্তম প্রতিদান প্রদান করেন।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴿٣١﴾

৩২. ঐসব লোক, যারা মহাপাপসমূহ ও অশ্লীল কার্য-কলাপ থেকে বেঁচে থাকে (৩৬), কিন্তু এতটুকুই যে, পাপের নিকটে গিয়েছে ও

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

টীকা-২৯. অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাগণ, এতদসত্ত্বেও যে, তারা আল্লাহ্‌র দরবারে নৈকট্য ও উচ্চ মর্যাদা রাখে। এরপরও শুধু তারই জন্য সুপারিশ করবেন, যার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি থাকবে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী মু'মিনের জন্য। সুতরাং বোতগুলোর সুপারিশের আশা পোষণ করা অতীব ভিত্তিহীন ও বাতিল। কারণ, সেগুলোর না আছে আল্লাহ্‌র দরবারে কোন ঘনিষ্ঠতা, না কাফিরগণ সুপারিশ পাবার উপযোগী।

টীকা-৩০. অর্থাৎ কাফিরগণ, যারা পুনরুত্থানে অবিশ্বাসী।

টীকা-৩১. যে, তাঁদেরকে খোদার কন্যা বলে বেড়ায়।

টীকা-৩২. বাস্তব ব্যাপার ও প্রকৃত অবস্থা জ্ঞান ও নিশ্চিত বিশ্বাস দ্বারাই জানা যায়, নিছক কল্পনা ও খেয়াল-খুশী দ্বারা নয়।

টীকা-৩৩. অর্থাৎ ক্বোরআনের উপর ঈমান আনা থেকে।

টীকা-৩৪. আখিরাতের উপর ঈমান আনেনি; যার ফলে, সেটার সন্ধানী হতো।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ তারা এমনই কম-বুদ্ধি ও কম জ্ঞান সম্পন্ন যে, তারা দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। অথবা অর্থ এ যে, তাদের জ্ঞানের শেষ সীমা হচ্ছে– ঐসব কল্পনা প্রসূত ধারণা মাত্র, যে গুলো তারা উদ্ভাবন করে রেখেছে যে, (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!) 'ফিরিশ্‌তাগণ খোদার কন্যা, তাঁরা তাদের জন্য সুপারিশ করবেন।' এ বাতিল অনুমানের উপর ভরসা করে তারা ঈমান আনা ও ক্বোরআনের প্রতি গুরুত্বই দেয়নি।

টীকা-৩৬. 'পাপ' এমন কর্ম, যার সম্পাদনকারী শাস্তির উপযোগী হয়। কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, "'পাপ' হচ্ছে তা-ই, যার সম্পন্নকারী সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়।" কেউ কেউ বলেছেন, "অবৈধ কাজ করাকে 'পাপ' বলা হয়।" মোট কথা, পাপ দু'প্রকার ছোট ও বড় (صغیرہ ও کبیرہ)। 'মহাপাপ' (کبیرہ) হচ্ছে ঐ গুনাহ্, যার শাস্তি কঠিন। কোন কোন আলিম বলেন, 'ছোট গুনাহ্' (صغیرہ) হচ্ছে তাই, যার বিরুদ্ধে শাস্তির হুমকি আসেনি। আর 'কবীরা' হচ্ছে ঐ মহাপাপ, যার উপর শাস্তির হুমকি এসেছে এবং 'অশ্লীল কার্যাদি' হচ্ছে ঐ সব কাজ, যে গুলোর উপর নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে।"

টীকা-৩৭. যে, 'কবীরা গুনাহ্' থেকে বেঁচে থাকার বরকত তো এ যে, অন্যান্য গুণাহ্ মাফ হয়ে যায়।

টীকা-৩৮. শানেনুযূলঃ এ আয়াত ঐসব লোকের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা সৎ কাজ করতো এবং স্বীয় কার্যাদির প্রশংসা বর্ণনা করতো। আর বলতো– "আমাদের নামাযসমূহ, আমাদের রোজা, আমাদের হজ্জ..........।"

টীকা-৩৯. অর্থাৎ দম্ভভরে আপন সৎকর্মসমূহের প্রশংসা করোনা। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই আপন বান্দাদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত আছেন। তিনি তাদের অস্তিত্বের প্রথম থেকে শেষ দিনগুলোরও সমস্ত অবস্থা জানেন।

মাস্আলাঃ এ আয়াতের মধ্যে রিয়া বা লোক-দেখানো, আত্মম্ভরিতা, আত্ম-প্রশংসা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি আল্লাহ্র নি'মাতের কথা স্বীকার, ইবাদত বন্দেগীর উপর খুশী প্রকাশ এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সৎকার্যাদির কথা উল্লেখ করা হয়, তা'হলে তা বৈধ।

টীকা-৪০. এবং তাঁরই জানা যথেষ্ট। তিনি প্রতিদানদাতা। অন্যান্যদের নিকট প্রকাশ করা এবং আত্ম-প্রশংসা ও লোক-দেখানোতে কি লাভ?

টীকা-৪১. ইসলাম থেকে?

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ

বিরত হয়েছে (৩৭), নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের ক্ষমা প্রশস্ত। তিনি তোমাদেরকে খুব ভালভাবে জানেন (৩৮)। তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মায়ের গর্ভের মধ্যে ভ্রূণরূপে ছিলে। সুতরাং নিজেরা নিজেদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বলো না (৩৯); তিনি ভালভাবে জানেন যারা খোদাভীরু (৪০)।

রুকূ' – তিন

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ

৩৩. তবে কি আপনি দেখেছেন তাকে, যে বিমুখ হয়েছে (৪১)?

وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ

৩৪. এবং সামান্য কিছু দিয়েছে এবং রুখে রেখেছে (৪২)?

أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ

৩৫. তার নিকট কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে? সুতরাং সে কি দেখছে (৪৩)?

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ

৩৬. তার নিকট কি খবর আসে নি সে সম্পর্কে, যা সহীফাসমূহে (কিতাবে) আছে– মূসার (৪৪),

وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ

৩৭. এবং ইব্রাহীমের, যে বিধানাবালী যথাযথভাবে পালন করেছে (৪৫)?

শানে নুযূলঃ এ আয়াত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দ্বীনের অনুসরণ করেছিলো। মুশরিকগণ তাকে তিরস্কার করলো আর বললো, 'তুমি বড়দের দ্বীন ত্যাগ করেছো এবং তুমি পথভ্রষ্ট হয়ে গেছো।" সে বললো, "আমি আল্লাহ্র শাস্তির ভয়ে এমন করেছি।" তখন তিরস্কারকারী এক কাফির তাকে বললো, "যদি তুমি শির্কের প্রতি ফিরে আসো এবং এ পরিমাণ সম্পদ আমাকে দাও, তাহলে তোমার শাস্তির দায়িত্ব আমি নিজেই গ্রহণ করবো।" এ কথা শুনে ওয়ালীদ ইসলাম থেকে ফিরে গেলো ও ধর্মত্যাগী হয়ে পুনরায় শির্কে লিপ্ত হয়ে গেলো। আর যে ব্যক্তিকে অর্থ দেয়ার কথা স্থির হয়েছিলো, তাকে অল্প পরিমাণ দিয়েছিলো; অবশিষ্টটুকু দিতে অস্বীকার করলো।

টীকা-৪২. অবশিষ্ট মাল?

শানে নুযূলঃ এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াত 'আ-স ইবনে ওয়াইল সাহ্মীর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে অধিকাংশ বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সমর্থন করতো ও তাঁর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতো। এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, এই আয়াত আবূ জাহলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। সে বলেছিলো, "আল্লাহ্ তা'আলার শপথ! মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে সর্বোত্তম চরিত্র অবলম্বনের নির্দেশ দেন।" এতদ্‌ভিত্তিতে অর্থ এ দাঁড়ায়– "অল্প পরিমাণ স্বীকার করেছে এবং অপরিহার্য কর্তব্যাদির কিছুটা পালন করেছে, আর অবশিষ্ট থেকে বিরত রয়েছে। অর্থাৎ ঈমান আনেনি।"

টীকা-৪৩. যে, অন্য ব্যক্তি তার পাপের বোঝা বহন করবে এবং তার শাস্তিকে স্বীয় দায়িত্বে নেবে?

টীকা-৪৪. অর্থাৎ তাওরীতের দপ্তরসমূহ,

টীকা-৪৫. এটা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের গুণ যে, তাঁকে যা কিছু নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তা তিনি পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। এতে পুত্র-সন্তানকে যবেহ্ করাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং নিজে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াও। তাছাড়া, অন্যান্য নির্দেশিত কার্যাবলীও। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ঐ বিষয়বস্তুর উল্লেখ করছেন যা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের কিতাব ও হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের 'সহীফা' বা কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছিলো।

টীকা-৪৬. এবং অন্য কারো গুনাহ্‌র কারণে পাকড়াও করা হয়না। এতে ঐ ব্যক্তির উক্তির খণ্ডন রয়েছে, যে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার শাস্তির দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলো এবং তার পাপের বোঝা নিজ দায়িত্বে নেয়ার কথা বলতো।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন- 'হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের যুগের পূর্ববর্তী লোকেরা মানুষকে অপরের পাপের জন্য ও পাকড়াও করে নিতো। যদি কেউ কাউকে হত্যা করতো, তবে ঐ হত্যার স্থলে তার পুত্র অথবা স্ত্রী অথবা ক্রীতদাসকে হত্যা করে ফেলতো। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের যুগ আসলো। তিনি তা নিষিদ্ধ করলেন, আর আল্লাহ্ তা'আলার এ নির্দেশ ঘোষণা করলেন যে, কাউকেও অন্য কারো পাপের কারণে পাকড়াও করা যাবে না।'

টীকা-৪৭. অর্থাৎ কৃতকর্ম। অর্থ এ যে, মানুষ স্বীয় সৎকর্মেরই ফল ভোগ করবে। এ বিষয়বস্তুটাও হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মূসা আলায়হিমাস সালামের সহীফা বা কিতাবাদির। আর বলা হয়েছে যে, এ বিধান তাঁদের উম্মতের জন্যই খাস্ ছিলো।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন- 'এ বিধান আমাদের শরীয়তের মধ্যে আয়াত أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ দ্বারা 'মান্‌সুখ' বা রহিত হয়ে গেছে।'

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- এক ব্যক্তি বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলো, "আমার মায়ের ওফাত হয়ে গেছে। আমি যদি তাঁর তরফ থেকে সাদক্বাহ্ করি তাহলে তা উপকারী হবে কি?" এরশাদ ফরমালেন- "হাঁ।"

কতিপয় মাস্‌আলাঃ আরো বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তিদের প্রতি, সাদ্‌ক্বাহ ও আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগীর যেই সাওয়াব পৌছানো হয়, তা পৌছে থাকে। এ'তে উম্মতের ওলামা কেরামের 'ঐকমত্য' (اجماع) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণেই মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে যে, তাঁরা নিজেদের মৃতদের প্রতি ফাতিহা, তৃতীয়, চল্লিশতম ও বার্ষিক ওরস ইত্যাদি সওয়াব-দায়ক কার্যাদি ও সাদক্বাহ্ দ্বারা সাওয়াব পৌছিয়ে থাকেন। এ কাজটা হাদীসসমূহের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এখানে 'ইন্‌সান' দ্বারা কাফির বুঝানো হয়েছে। তখন অর্থ এ দাঁড়ায় যে, কাফির কোন মঙ্গল পাবে না। এতদ্ব্যতীত যে, যা সে করেছে; অর্থাৎ দুনিয়াতেই জীবিকায় প্রাচুর্য কিংবা সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি দ্বারা সেটার বিনিময় দিয়ে দেয়া হবে যাতে আখিরাতের জন্য তার কোন অংশ বাকী না থাকে।

সূরা ঃ ৫৩ আন্-নাজম ৯৪৯ পারা ঃ ২৭

৩৮. যে, কোন বোঝা বহনকারী আত্মা অন্য কোন আত্মার বোঝা বহন করে না (৪৬);	أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَىٰ ۝
৩৯. এবং এ যে, মানুষ পাবে না, কিন্তু আপন প্রচেষ্টা (৪৭)।	وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۝
৪০. এবং এ যে, তার প্রচেষ্টা শীঘ্রই দেখা যাবে (৪৮)।	وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۝
৪১. অতঃপর তাকে পূর্ণমাত্রায় প্রতিদান দেয়া হবে;	ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۝
৪২. এবং এ যে, নিশ্চয় আপনারই প্রতিপালকের দিকে সমাপ্তি (৪৯)।	وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ۝
৪৩. এবং এ যে, তিনিই হন, যিনি হাসিয়েছেন এবং কাঁদিয়েছেন (৫০);	وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۝
৪৪. এবংএ যে, তিনিই হন, যিনি মৃত্যু ঘটান ও জীবিত করেন (৫১);	وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۝
৪৫. এবং এ যে, তিনিই দু'জোড়া তৈরী করেন- নর ও নারী;	وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝
৪৬. বীর্য থেকে, যখন স্খলিত হয় (৫২)।	مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ۝

মানযিল - ৭

আয়াতের আরেক অর্থ তাফসীরকারকগণ এও বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ ন্যায়-বিচারের নিরিখে তাই পাবে যা সে করেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহে যা চান দান করবেন।

অপর এক অভিমত তাফসীরকারকদের এও আছে যে, মু'মিনের জন্য অপর মু'মিন যেই সৎকর্ম করে ঐ সৎকর্ম ঐ মু'মিনেরই গণ্য হয়, যার জন্য করা হয়েছে। কেননা, তা সম্পাদনকারী তার সহকারী ও উকিল হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

টীকা-৪৮. আখিরাতে।

টীকা-৪৯. আখিরাতে তাঁরই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে, তিনিই কৃতকর্মের প্রতিদান দেবেন।

টীকা-৫০. যাকে ইচ্ছা আনন্দিত করেছেন, যাকে ইচ্ছা দুঃখিত করেছেন;

টীকা-৫১. অর্থাৎ দুনিয়ায় মৃত্যু দিয়েছেন এবং আখিরাতে জীবন প্রদান করেছেন; অথবা অর্থ এ যে, বাপ-দাদাকে মৃত্যু দিয়েছেন ও তাদের সন্তানদেরকে জীবন দান করেছেন। অথবা অর্থ এ যে, কাফিরদেরকে কুফরের মৃত্যু দিয়ে ধ্বংস করেছেন ও ঈমানদারগণকে ঈমানী জীবন দান করেছেন।

টীকা-৫২. মাতৃগর্ভে।

টীকা-৫৩. অর্থাৎ মৃত্যুর পর জীবিত করা।

টীকা-৫৪. যা তীব্র গরমের মৌসুমে 'জাওযা' (جوزاء নক্ষত্র)-এর পর উদিত হয়। অন্ধকার যুগের লোকেরা সেটার পূজা করতো। এ আয়াতে বর্ণিত হয় যে, সবারই প্রতিপালক আল্লাহ্। ঐ নক্ষত্রের রব্বও আল্লাহ্। সুতরাং আল্লাহ্রই ইবাদত করো।

وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾

وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾

وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾

وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾

وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾

فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾

هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾

أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ﴿٥٧﴾

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾

أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾

وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾

وَأَنتُمْ سَامِدُونَ ﴿٦١﴾

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩ ﴿٦٢﴾

৪৭. এবং এ যে, তাঁরই দায়িত্বে শেষ উত্থান (৫৩)।

৪৮. এবং এ যে, তিনিই অভাবমুক্তি দান করেছেন এবং স্বল্পে তুষ্টি দিয়েছেন,

৪৯. এবংএ যে, তিনিই 'শি'রা' নক্ষত্রের রব্ (৫৪)।

৫০. এবং এ যে, তিনিই প্রথম 'আদকে ধ্বংস করেছেন (৫৫),

৫১. এবং সামূদকে (৫৬); সুতরাং কাউকেও অবশিষ্ট রাখেন নি;

৫২. এবং তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে (৫৭)। নিশ্চয় তারা তাদের চেয়েও অধিক যালিম ও অবাধ্য ছিলো (৫৮)।

৫৩. এবং তিনি পাল্টে যাবার বস্তিকে নীচে পতিত করেছেন (৫৯);

৫৪. অতঃপর সেটার উপর আচ্ছন্ন করেছে যা কিছু আচ্ছন্ন করার ছিলো (৬০)।

৫৫. সুতরাং হে শ্রোতা! আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহের মধ্যে সন্দেহ করবে?

৫৬. ইনি (৬১) একজন সতর্ককারী পূর্ববর্তী সতর্ককারীদের ন্যায় (৬২)।

৫৭. নিকটে এসেছে নিকটে আগমনকারী (৬৩)।

৫৮. আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ সেটার প্রকাশকারী নেই (৬৪)।

৫৯. তোমরা কি এ বাণীতে বিস্মিত হও (৬৫)?

৬০. এবং হাসছো এবং কাঁদছো না (৬৬)?

৬১. এবং তোমরা খেলাধূলায় মগ্ন আছো!

৬২. সুতরাং আল্লাহ্র জন্য সাজ্দা এবং তাঁর বন্দেগী করো (৬৭)। ★

টীকা-৫৫. প্রচণ্ড শুষ্ক বায়ু দ্বারা। 'আদ দু'টি। একটি হচ্ছে 'হূদ-সম্প্রদায়'। তাদেরকে 'প্রথম 'আদ' বলা হয়। আর তাদের পরবর্তীদেরকে 'দ্বিতীয় 'আদ' বলা হয়। এরা হচ্ছে তাদেরই পশ্চাদ্গমনকারী (উত্তর পুরুষ)।

টীকা-৫৬. যারা সালিহ্ আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায় ছিলো।

টীকা-৫৭. নিমজ্জিত করে ধ্বংস করেছি।

টীকা-৫৮. যেহেতু, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম তাদের মধ্যে প্রায় এক হাজার বছর অবস্থান করেন। কিন্তু, তারা তাঁর দাওয়াত (ধর্মের প্রতি আহবান) গ্রহণ করেনি এবং তাদের অবাধ্যতাও কমেনি।

টীকা-৫৯. এটা দ্বারা 'লূত সম্প্রদায়ের বস্তিসমূহ' বুঝানো হয়েছে, যেগুলোকে হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্র নির্দেশে উত্তোলন করে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন।

টীকা-৬০. অর্থাৎ চিহ্ন-খচিত পাথর বর্ষণ করেন।

টীকা-৬১. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-৬২. যাঁকে আপন সম্প্রদায়সমূহের প্রতি রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করা হয়েছিলো।

টীকা-৬৩. অর্থাৎ ক্বিয়ামত।

টীকা-৬৪. অর্থাৎ তিনিই সেটা প্রকাশ করবেন।

অথবা এ অর্থ যে, সেটার ভয়ানক ও কঠিন অবস্থাদিকে আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ দূরীভূত করতে পারে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা দূরীভূত করবেন না।

টীকা-৬৫. অর্থাৎ ক্বোরআন মজীদকে অস্বীকার করছো?

টীকা-৬৬. তাঁর প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির হুমকি শুনে।

টীকা-৬৭. কারণ, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নয়। ★

****

★ 'সূরা আন্-নাজ্ম' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা ক্বামার' মক্কী; আয়াত سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ ব্যতীত। এতে তিনটি রুকূ', পঞ্চান্নটি আয়াত, তিনশ বিয়াল্লিশটি পদ এবং এক হাজার চারশ তেইশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. সেটা নিকটবর্তী হবার চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা থেকে

টীকা-৩. দ্বি-খণ্ডিত হয়ে।

চন্দ্র-বিদারণ (شق القمر) ঃ এ আয়াতে যার বর্ণনা এসেছে। এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহের অন্যতম। মক্কাবাসীগণ হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট একটা মু'জিযা দেখানোর দরখাস্ত করেছিলো। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত করে দেখিয়েছিলেন। চন্দ্রের দু'টি খণ্ড হয়ে গিয়েছিলো। এক খণ্ড অপর খণ্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গিয়েছিলো। আর এরশাদ ফরমালেন- "সাক্ষী থাকো।"

ক্বোরাঈশগণ বললো, "মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) যাদু দ্বারা আমাদের 'নজরবন্দ' করে ফেলেছেন।" এর জবাবে তাদেরই দলের লোকেরা বললো, "যদি এটা 'নজরবন্দই' হয়, তাহলে বাইরে কেউ কোথাও চন্দ্রকে দ্বি-খণ্ডিত দেখতে পাবে না। এখন যে বণিকদল আগমন করছে তাদের সন্ধান নিয়ে রাখো এবং মুসাফিরগণকেও জিজ্ঞাসা করো। যদি অন্যান্য স্থান থেকেও চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত পরিলক্ষিত হয়, তাহলে এটা নিঃসন্দেহ মু'জিযাই।"

সুতরাং সফর থেকে আগমনকারী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলো, তারা বর্ণনা করলো, " আমরা দেখতে পেলাম ঐ দিন চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেছে।" মুশরিকদের জন্য অস্বীকার করার আর কোন অবকাশ রইলো না। তবুও তারা সেটাকে মূর্খের মতো যাদুই বলতে লাগলো।

সিহাহ্'র বহু সংখ্যক হাদীসে এ মহান মু'জিযার বিবরণ এসেছে। আর এ খবর (হাদীস)-টি এমন পর্যায়ে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, তা অস্বীকার করা বিবেক ও ন্যায়-বিচারের প্রতি শত্রুতা করা ও বে-দ্বীনীরই শামিল হয়।

টীকা-৪. মক্কাবাসীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সত্যতা ও নবূয়তের পক্ষে প্রমাণ বহনকারী

সূরা ক্বামার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ক্বামার মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৫৫ রুকূ'-৩

রুকূ' - এক

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ①

১. নিকটে এসেছে ক্বিয়ামত এবং (২) দ্বি-খণ্ডিত হয়েছে চন্দ্র (৩)।

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ②

২. এবং যদি দেখে (৪) কোন নিদর্শন, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় (৫) আর বলে, 'এতো যাদু, যা (শাশ্বতরূপে) চলে আসছে।'

وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ③

৩. এবং তারা অস্বীকার করেছে (৬) এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর পেছনে পড়েছে (৭) আর প্রত্যেক কাজই নিরূপিত হয়েছে (৮)।

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ④

৪. এবং নিশ্চয় তাদের নিকট ঐসব সংবাদ এসেছে (৯), যেগুলোতে যথেষ্ট বাধা ছিলো (১০);

حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ⑤

৫. চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে এমন হিকমত (প্রজ্ঞা), অতঃপর কি কাজে আসবে ভীতি

টীকা-৫. সেটার সত্যায়ন ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা থেকে,

টীকা-৬. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এবং ঐসব মু'জিযাকে যেগুলো তারা স্বচক্ষে দেখেছে

টীকা-৭. ঐসব অবাস্তব বিশ্বাস, যেগুলো শয়তান তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দিয়েছে। যেমন- যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের মু'জিযাগুলোর সত্যায়ন করা হয়, তবে তাঁর নেতৃত্বই সমগ্র বিশ্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং ক্বোরাঈশের আর কোন সম্মান ও মর্যাদা অবশিষ্ট থাকবে না।

টীকা-৮. তা নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হবেই; তাতে বাধা প্রদানকারী কেউ নেই। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দ্বীন বিজয়ী হয়েই থাকবে।

টীকা-৯. পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর, যারা তাদের রসূলগণকে অস্বীকার করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে,

টীকা-১০. কুফর ও অস্বীকার থেকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের উপদেশ।

টীকা-১১. কেননা, তারা উপদেশ ও সতর্কীকরণ থেকে উপকার লাভ করার মতো নয়। (এটা ছিলো জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হবার পূর্বের; পরে তা রহিত হয়ে গেছে।)

টীকা-১২. অর্থাৎ হযরত ইস্রাফীল আলায়হিস্ সালাম 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর পাথরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে

টীকা-১৩. সেটার মতো কঠোরতা কখনো দেখেনি এবং তা হবে ক্বিয়ামত ও হিসাব নিকাশের ভয়ানক অবস্থা;

প্রদর্শনকারীগণ!

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾

৬. সুতরাং আপনি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন (১১), যে দিন আহ্বানকারী (১২) এক অতি অপরিচিত বিষয়ের দিকে আহবান করবে (১৩);

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾

৭. অবনমিত দৃষ্টি সহকারে কবরগুলো থেকে বের হবে, যেন ওরা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপাল (১৪);

مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

৮. আহ্বানকারীর প্রতি দৌড়াতে দৌড়াতে (১৫)। কাফিরগণ বলবে, 'এ দিন কঠিন।'

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾

৯. তাদের (১৬) পূর্বে নূহের সম্প্রদায় অস্বীকার করেছে; সুতরাং আমার বান্দা (১৭)-কে মিথ্যুক বলেছে আর বলেছে 'সে উন্মাদ' এবং তাকে তিরস্কার করেছে (১৮)।

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴿١٠﴾

১০. তখন সে আপন প্রতিপালকের দরবারে প্রার্থনা করলো, 'আমি পরাস্ত, তুমি আমার বদলা নাও!'

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾

১১. অতঃপর আমি আসমানের দরজা খুলে দিলাম মুষলধারে বৃষ্টি দ্বারা (১৯);

وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

১২. এবং যমীনকে ঝর্ণা করে প্রবাহিত করে দিলাম (২০), সুতরাং উভয় পানি (২১) মিলিত হয়েছে ঐ পরিমাণে যা নির্দ্ধারিত ছিলো (২২)।

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾

১৩. এবং আমি নূহকে আরোহণ করালাম (২৩) তক্তা ও পেরেকসম্পন্ন বস্তুর উপর:

تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾

১৪. যা আমার দৃষ্টিরই সামনাসামনি ভাসমান (২৪); তাঁরই জন্য পুরস্কারস্বরূপ, যাঁর সাথে (২৫) কুফর করা হয়েছিলো।

وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾

১৫. এবং আমি সেটাকে (২৬) নিদর্শনস্বরূপ রেখেছি; সুতরাং কেউ আছে কি ধ্যানকারী (২৭)?

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٦﴾

১৬. সুতরাং কেমন হলো আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণীসমূহ?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ

১৭. এবং নিশ্চয় আমি ক্বোরআনকে স্মরণ করার জন্য সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং

টীকা-১৪. সবদিক থেকে ভয়ে হতভম্ব। জানে না কোথায় যাবে;

টীকা-১৫. অর্থাৎ হযরত ইস্রাফীল আলায়হিস্ সালামের আওয়াজের দিকে।

টীকা-১৬. অর্থাৎ ক্বোরাঈশের

টীকা-১৭. নূহ আলায়হিস্ সালাম

টীকা-১৮. এবং হুমকি দিয়েছে এ বলে যে, "যদি আপনি স্বীয় উপদেশ দান, ওয়ায ও দাওয়াত প্রদান থেকে বিরত না হোন, তবে আমরা আপনাকে হত্যা করে ফেলবো, পাথর বর্ষণ করে মেরে ফেলবো।"

টীকা-১৯. যা চল্লিশ দিন পর্যন্ত থামেনি;

টীকা-২০. অর্থাৎ যমীন থেকে এ পরিমাণ পানি নির্গত হয়েছে যে, সমগ্র ভূমি ঝর্ণার মতো হয়ে গিয়েছিলো।

টীকা-২১. আসমান থেকে বর্ষিত ও মাটি থেকে উৎসারিত

টীকা-২২. এবং 'লওহ-ই-মাহফূয'-এর মধ্যে লিপিবদ্ধ ছিলো যে, তূফান এ সীমা পর্যন্ত পৌঁছবে।

টীকা-২৩. এক নৌযান (কিশ্তি)

টীকা-২৪. আমারই হিফাযতে (তত্ত্বাবধানে);

টীকা-২৫. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের সাথে

টীকা-২৬. অর্থাৎ এই ঘটনাকে যে, কাফিরগণকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা হয়েছে এবং হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে নাজাত দেয়া হয়েছে।

কিছু সংখ্যক তাফসীরকারকের মতে, 'هَا' تَرَكْنَاهَا ক্রিয়ার কর্ম সর্বনাম 'নৌযান'-এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।

ক্বাতাদাহ্ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ নৌযানকে দ্বীপ-ভূমিতে; কারো কারো মতে, জূদী পর্বতের উপর দীর্ঘকাল যাবৎ অক্ষত রাখেন। এমনকি আমাদের মুসলিম উম্মাহর প্রাথমিক যুগের লোকেরাও সেটা দেখেছেন।

টীকা-২৭. যারা উপদেশ লাভ করে ও শিক্ষা গ্রহণ করে?

টীকা-২৮. এ আয়াতের মধ্যে ক্বোরআন করীমের শিক্ষা দান ও শিক্ষা গ্রহণ, তা নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং তা কণ্ঠস্থ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। তাছাড়া, একথাও বুঝা যাচ্ছে যে, ক্বোরআন যারা মুখস্থ করে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে সাহায্য করা হয়। আর তা হেফয্ করা সহজসাধ্য করে দেয়ার ফলশ্রুতি এ হলো যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তা মুখস্থ করে নেয়। এটা ব্যতীত অন্য কোন ধর্মীয় কিতাব এমন নেই, যা মুখস্থ করা হয় এবং সহজে কণ্ঠস্থ হয়ে যায়।

টীকা-২৯. আপন নবী হযরত হূদ আলায়হিস্ সালামকে। এ জন্যই তাদেরকে শাস্তির শিকার করা হয়েছিলো।

স্মরণকারী কেউ আছে কি (২৮)?

مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

১৮. 'আদ অস্বীকার করেছে (২৯)। সুতরাং কেমন হলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী (৩০);

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٨﴾

১৯. নিশ্চয় আমি তাদের উপর এক প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করলাম (৩১) এমনদিনে, যার অমঙ্গল তাদের উপর স্থায়ী হয়ে রইলো (৩২);

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾

২০. লোকদেরকে এভাবেই ছুঁড়ে মারছিলো যেন তারা উৎপাটিত খেজুরবৃক্ষের কাণ্ড।

تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ﴿٢٠﴾

২১. সুতরাং কেমন হলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী?

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٢١﴾

২২. এবং নিশ্চয় আমি সহজ করেছি ক্বোরআনকে স্মরণ করার জন্য। সুতরাং স্মরণকারী কেউ আছে কি?

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

রুকূ' – দুই

২৩. সামূদ সম্প্রদায় রসূলগণকে অস্বীকার করেছে (৩৩)।

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾

২৪. সুতরাং তারা বললো, 'আমরা কি আমাদের মধ্য থেকে একজন মানুষের অনুসরণ করবো (৩৪)? তখন তো আমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট ও উন্মাদ হবো (৩৫)।

فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾

২৫. আমাদের সবার মধ্যে কি তারই উপর (৩৬) যিক্র অবতীর্ণ করা হয়েছে (৩৭)? বরং এ তো জঘন্য মিথ্যুক, দাম্ভিক (৩৮)।'

أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾

২৬. অতি শীঘ্র আগামীকালই জেনে যাবে (৩৯) কে ছিলো বড় মিথ্যুক, দাম্ভিক।

سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴿٢٦﴾

২৭. আমি উষ্ট্রী প্রেরণকারী তাদের পরীক্ষার জন্য (৪০)। সুতরাং হে সালিহ্! তুমি রাস্তা দেখো (৪১) এবং ধৈর্যধারণ করো (৪২)!

إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾

টীকা-৩০. যা শাস্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বে এসেছিলো;

টীকা-৩১. খুবদ্রুতগামী, অতি শীতল ও অত্যন্ত কনকনে

টীকা-৩২. এমনকি তাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকে নি; সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। আর সেই দিনটা ছিলো মাসের শেষ বুধবার।

টীকা-৩৩. আপন নবী হযরত সালিহ আলায়হিস্ সালামের 'দাওয়াত' গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে এবং তাঁর উপর ঈমান না এনে।

টীকা-৩৪. অর্থাৎ আমরা অনেকে থাকা সত্ত্বেও মাত্র একজন লোকের অনুসারী হয়ে যাবো? আমারা তেমনি করবো না। কেননা, যদি তেমন করি,

টীকা-৩৫. এটা তারা হযরত সালিহ আলায়হিস্ সালামের উক্তিকেই ফিরিয়ে বললো। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন, "তোমরা যদি আমার অনুসরণ না করো, তা'হলে তোমরা পথভ্রষ্ট ও বিবেকহীন।"

টীকা-৩৬. অর্থাৎ হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালামের উপর

টীকা-৩৭. অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণ করা হয়েছে? এবং আমাদের মধ্যে অন্য কেউ কি এর উপযোগী ছিলো না?

টীকা-৩৮. অর্থাৎ নবূয়তের দাবী করে বড় হতে চাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন–

টীকা-৩৯. যখন শাস্তিতে লিপ্ত করা হবে,

টীকা-৪০. এটা এর উপর বলা হয়েছে যে, হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায় তাঁকে এ কথা বলেছিলো, "আপনি পাথর থেকে একটা উষ্ট্রী বের করে আনুন।" তিনি তাদের ঈমান আনার শর্তারোপ করে তা মঞ্জুর করে নিলেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা উষ্ট্রী প্রেরণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালাম-এর উদ্দেশ্যে এরশাদ ফরমালেন–

টীকা-৪১. যে, তারা কী করছে? এবং সেগুলোর প্রতি কী আচরণ করা হচ্ছে?

টীকা-৪২. সেগুলোর নির্যাতনের উপর

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾

২৮. এবং তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দাও যে, পানি তাদের মধ্যে বন্টন করা হবে (৪৩)। প্রত্যেক অংশের উপর সে-ই উপস্থিত হবে, যার পালা আসবে (৪৪)।

فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾

২৯. অতঃপর তারা আপন আপন সাথীকে (৪৫) ডাকলো, অতঃপর সে (৪৬) নিয়ে সেটার গোছিগুলো কেটে ফেললো (৪৭)।

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾

৩০. অতঃপর কেমন হলো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী (৪৮)?

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

৩১. নিশ্চয় আমি তাদের উপর এক বিকট শব্দ প্রেরণ করেছি (৪৯)। তখন তারা পরিণত হলো পশুর ঘেরাও নির্মাণকারীর অবশিষ্ট ঘাসের ন্যায়, যা শুষ্ক, পদ-দলিত ছিলো (৫০)।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

৩২. এবং নিশ্চয় আমি সহজ করেছি ক্বোরআনকে স্মরণ করার জন্য। সুতরাং কেউ স্মরণ করার আছে কি?

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾

৩৩. লূত-সম্প্রদায়ের লোকেরা রসূলগণকে অস্বীকার করেছে।

إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾

৩৪. নিশ্চয় আমি তাদের উপর (৫১) পাথর বর্ষণ করেছি (৫২), লূতের পরিবারবর্গ ব্যতীত (৫৩)। আমি তাদেরকে শেষ প্রহরে (৫৪) রক্ষা করে নিয়েছি;

نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾

৩৫. আমার নিকট থেকে নি'মাত প্রদান করে। আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি তাকেই, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (৫৫)।

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾

৩৬. এবং নিশ্চয় সে (৫৬) তাদেরকে আমার পাকড়াও সম্পর্কে (৫৭) সতর্ক করেছে। অতঃপর তারা ভীতির ফরমানগুলোতে সন্দেহ করেছে (৫৮)।

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ

৩৭. তারা তাঁর নিকট তাঁর মেহমানদেরকে ফুসলাতে চাইলো (৫৯), তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত করে দিলাম (৬০)। বললাম-

টীকা-৪৩. একদিন তাদের, একদিন উষ্ট্রীর।

টীকা-৪৪. যে দিন উষ্ট্রীর পালা সেদিন উষ্ট্রী হাযির হবে, আর যেদিন সম্প্রদায়ের পালা, সেদিন সম্প্রদায়ের লোকেরা পানির নিকট হাযির হবে।

টীকা-৪৫. অর্থাৎ ক্বিদার ইবনে সালিফকে, উষ্ট্রীটাকে হত্যা করার জন্য

টীকা-৪৬. শানিত তরবারি

টীকা-৪৭. এবং সেটাকে হত্যা করে ফেললো।

টীকা-৪৮. যেগুলো শাস্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বে আমার নিকট থেকে এসেছিলো এবং আপন আপন স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো।

টীকা-৪৯. অর্থাৎ ফিরিশ্‌তার ভয়ানক শব্দ।

টীকা-৫০. অর্থাৎ যেভাবে রাখালগণ জঙ্গলে আপন মেষগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঘাস-কাঁটা দিয়ে ঘেরাও তৈরী করে নেয়, তা থেকে কিছু ঘাস অবশিষ্ট থেকে যায়। আর তা জানোয়ারগুলোর পদতলে দলিত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়- এ অবস্থা তাদেরও হয়ে গিয়েছিলো।

টীকা-৫১. এ অস্বীকারের শাস্তি স্বরূপ-

টীকা-৫২. অর্থাৎ তাদের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর বর্ষণ করেছি,

টীকা-৫৩. অর্থাৎ হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম এবং তাঁর দু'সাহেবজাদী এ শাস্তি থেকে রক্ষা পান।

টীকা-৫৪. অর্থাৎ ভোর হবার পূর্বে

টীকা-৫৫. আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাতসমূহের এবং 'কৃতজ্ঞ' হচ্ছে তারাই, যারা আল্লাহ্‌র উপর ও তাঁর রসূলগণের উপর ঈমান আনে ও তাঁদের আনুগত্য করে।

টীকা-৫৬. অর্থাৎ হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম।

টীকা-৫৭. আমার শাস্তি থেকে

টীকা-৫৮. এবং তাঁদের সত্যায়ন করলো না।

টীকা-৫৯. আর হযরত লূত আলায়হিস্ সালামকে বলেছে, "আপনি আমাদের ও আপন অতিথিদের মধ্যে অন্তরায় হবেননা। তাদেরকে আমাদের নিকট হস্তান্তর করে দিন।" এ কথাটা তারা কু-উদ্দেশ্যে এবং অসৎ ইচ্ছায় বলেছিলো। আর মেহমানগণ ফিরিশ্‌তা ছিলেন। তাঁরা হযরত লূত আলায়হিস্ সালামকে বললেন, "আপনি তাদেরকে ছেড়ে দিন। ঘরের ভিতর আসতে দিন।" যখনই তারা ঘরে প্রবেশ করলো, তখন হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম একটা থাপ্পড় মারলেন।

টীকা-৬০. তৎক্ষণাৎ তারা অন্ধ হয়ে গেলো এবং চোখগুলো এমনই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো যে, চোখের কোন চিহ্নই বাকী থাকেনি। চেহারাগুলো বিকৃত হয়ে

গেলো। তারা হতভম্ব হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো। দরজা খুঁজে পাচ্ছিলো না। হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে দরজা দিয়ে বের করে দিলেন।

টীকা-৬১. যা তোমাদেরকে হযরত লূত আলায়হিস্ সালাম শুনিয়েছিলেন।

فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾

'আস্বাদন করো আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণী (৬১)।'

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾

৩৮. এবং নিশ্চয় ভোর-সকালে তাদের উপর স্থায়ী শাস্তি আসলো (৬২)।

فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾

৩৯. সুতরাং আস্বাদন করো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾

৪০. নিশ্চয় আমি সহজ করেছি ক্বোরআনকে স্মরণ করার জন্য, সুতরাং স্মরণকারী কেউ আছে কি?

রুকূ' - তিন

وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾

৪১. নিশ্চয় ফির'আউনীদের নিকট রসূলগণ আসলো (৬৩)।

كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾

৪২. তারা আমার সমস্ত নিদর্শনকে অস্বীকার করলো (৬৪)। সুতরাং আমি তাদেরকে (৬৫) পাকড়াও করেছি, যা এক মহাসম্মানিত ও মহা শক্তিমানের পক্ষেই শোভা পাচ্ছিলো।

اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِى الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾

৪৩. তোমাদের (৬৬) কাফিরগণ কি তাদের চেয়ে অধিক উত্তম (৬৭)? না কিতাবসমূহে তোমাদের মুক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (৬৮)?

اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾

৪৪. কিংবা (তারা কি) এ কথা বলে (৬৯), 'আমরা সবাই মিলে বদলা নিয়ে নেবো (৭০)?'

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

৪৫. এখন তাড়া করা হচ্ছে এ দলকে (৭১) এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (৭২);

بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ﴿٤٦﴾

৪৬. বরং তাদের প্রতিশ্রুতি ক্বিয়ামতের উপরই (৭৩) এবং ক্বিয়ামত অতি কঠিন ও অত্যন্ত তিক্ত (৭৪)।

اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٤٧﴾

৪৭. নিশ্চয় অপরাধী হচ্ছে পথভ্রষ্ট ও উন্মাদ (৭৫)।

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾

৪৮. যেদিন আগুনের মধ্যে তাদের মুখমণ্ডলগুলোর উপর উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, আর বলা হবে, 'আস্বাদন করো দোযখের ছোঁয়া।'

টীকা-৬২. যে শাস্তি পরকাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

টীকা-৬৩. হযরত মূসা ও হারূন আলায়হিমাস্ সালাম। সুতরাং ফির'আউনের অনুসারীরা তাদের উপর ঈমান আনেনি।

টীকা-৬৪. যেগুলো হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে দেয়া হয়েছিলো।

টীকা-৬৫. শাস্তি সহকারে

টীকা-৬৬. হে মক্কাবাসীরা!

টীকা-৬৭. অর্থাৎ ঐসব সম্প্রদায় থেকে অধিক শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান? কিংবা কুফর ও একগুঁয়েমীতে তাদের চেয়ে কোন্ অংশে কম?

টীকা-৬৮. যে, তোমাদের কুফরের উপর পাকড়াও হবে না? আর তোমরা যে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে?

টীকা-৬৯. মক্কার কাফিরগণ,

টীকা-৭০. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে?

টীকা-৭১. অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণকে

টীকা-৭২. এবং এভাবেই পলায়ন করবে যে, একজনও স্থির থাকবে না।

শানে নুযূলঃ বদরের যুদ্ধের দিন যখন আবূ জাহ্‌ল বললো, "আমরা সবাই মিলে বদলা নেবো", তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বর্ম (যুদ্ধের পোষাক) পরিধান করে এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করলেন। অতঃপর এমনই হলো যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিজয় হলো এবং কাফিরদের পরাজয় হলো।

টীকা-৭৩. অর্থাৎ এ শাস্তির পর তাদের প্রতি ক্বিয়ামত-দিবসের শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে

টীকা-৭৪. দুনিয়ার শাস্তি অপেক্ষা সেটার শাস্তি বহুগুণ বেশী কঠিন।

টীকা-৭৫. না বুঝতে পারে, না সৎপথ পায়। (তাফসীর-ই-কবীর)

৪৯. নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে একটা নির্দ্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি (৭৬)।	إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ۝٤٩
৫০. এবং আমার কাজ তো এক কথার কথা, যেমন– পলক মারা মাত্র (৭৭)।	وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ ۝٥٠
৫১. এবং নিশ্চয় আমি তোমাদের সমপন্থী দলগুলোকে (৭৮) ধ্বংস করে ফেলেছি। সুতরাং কেউ মনোযোগ দেয়ার মতো আছে কি (৭৯)?	وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝٥١
৫২. এবং তারা যা কিছুই করেছে সবই কিতাবগুলোর মধ্যে রয়েছে (৮০)।	وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۝٥٢
৫৩. এবং প্রত্যেক ছোট-বড় বস্তু লিপিবদ্ধ হয়েছে (৮১)।	وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ۝٥٣
৫৪. নিশ্চয় খোদাভীরুগণ বাগানসমূহ ও নহরে থাকবে,	إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ ۝٥٤
৫৫. সত্যের মজলিসে মহা ক্ষমতাবান বাদশাহ্ (আল্লাহ্)-এর সম্মুখে (৮২)। ★	فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝٥٥

সূরা আর্‌রাহ্‌মান

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

সূরা আর্‌রাহ্‌মান মাদানী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৭৮ রুকূ'-৩

রুকূ' – এক

১. পরম দয়ালু;	ٱلرَّحْمَٰنُ ۝١
২. আপন মাহ্‌বূবকে ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন (২)।	عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۝٢
৩. মানবতার প্রাণ মুহাম্মদকে সৃষ্টি করেছেন;	خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ ۝٣

টীকা-৭৬. 'হিকমত'-এর চাহিদানুযায়ী।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত 'ক্বাদারিয়া' সম্প্রদায়ের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে; যারা আল্লাহ্‌র কুদ্‌রত বা ক্ষমতায় বিশ্বাসী নয়, আর দুর্ঘটনাবলীকে নক্ষত্র ইত্যাদির প্রতি সম্পৃক্ত করে।

কতিপয় মাস্‌আলাঃ হাদীস শরীফসমূহে তাদেরকে এ 'উম্মতের মজূসী' অর্থাৎ অগ্নিপূজারী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে; এবং তাদের নিকট বসা, তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার সূচনা করা, তারা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের দেখাশুনা করা এবং মৃত্যুমুখে পতিত হলে তাদের জানাযায় শরীক হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তাদেরকে 'দাজ্জালের সাথী' বলা হয়েছে। তারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

টীকা-৭৭. যে কোন বস্তু সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলে তা নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে হয়ে যায়।

টীকা-৭৮. কাফিরগণ, পূর্ববর্তী যুগের উম্মতদেরকে

টীকা-৭৯. যারা শিক্ষা লাভ করবে ও উপদেশ গ্রহণ করবে?

টীকা-৮০. অর্থাৎ বান্দাদের সমস্ত কার্যকলাপ কৃতকর্মসমূহের রক্ষণা-বেক্ষণকারী ফিরিশ্‌তাদের লিপিগুলোর মধ্যে রয়েছে।

টীকা-৮১. 'লওহ্-ই-মাহ্‌ফূয'-এর মধ্যে।

টীকা-৮২. অর্থাৎ তাঁর দরবারের নৈকট্যপ্রাপ্ত। ★

****

টীকা-১. 'সূরা আর্‌রাহ্‌মান' মাদানী। এতে তিনটি রুকূ', ছিয়াত্তর অথবা আটাত্তরটি আয়াত, তিনশ একান্নটি পদ এবং এক হাজার ছয়শ ছত্রিশটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. শানে নুযূলঃ যখন আয়াত أَسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ (পরম দয়ালুকে সাজদা করো!) অবতীর্ণ হলো, তখন মক্কার কাফিরগণ বললো, "রাহমান কি? আমরা তো জানিনা।" এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা 'আর রাহ্‌মান' অবতীর্ণ করলেন। এরশাদ ফরমান যে, 'রাহ্‌মান', যাঁকে তোমরা অস্বীকার করছো, তিনিই, যিনি ক্বোরআন অবতীর্ণ করেন।'

অন্য এক অভিমত হচ্ছে– মক্কাবাসীগণ যখন বললো, "মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)কে কোন মানুষ শিক্ষা দেয়?" তখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। আর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমান– "রাহমানই আপন হাবীব মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ক্বোরআন শিক্ষা দিয়েছেন।" (খাযিন)

★ 'সূরা ক্বামার' সমাপ্ত।

টীকা-৩. 'ইনসান' দ্বারা এ আয়াতের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কথা বুঝানো হয়েছে। আর 'বয়ান' দ্বারা مَا كَانَ وَمَا يَكُوْنُ (যা সৃষ্ট হয়েছে ও যা সৃষ্ট হবে) সব কিছুরই বিবরণ বুঝানো হয়। কেননা, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব সৃষ্টিরই সংবাদ দিতেন। (খাযিন)।

টীকা-৪. যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ সহকারে; আপন আপন কক্ষপথে ও তিথিগুলোতে পরিভ্রমণ করে। আর তাতে সৃষ্টির জন্য বহু উপকার রয়েছে। সময়ের হিসাব, সাল ও মাসগুলোর গণনা এগুলোর উপরই নির্ভরশীল।

টীকা-৫. আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি অনুগত।

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ④

৪. যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা সৃষ্টি হবে সব কিছুর (مَاكَانَ وَمَايَكُوْنُ) সপ্রমাণ বর্ণনা তাঁকেই শিক্ষা দিয়েছেন (৩);

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ⑤

৫. সূর্য ও চন্দ্র নির্দ্ধারিত হিসাবে (নিয়মে) আবর্তন করছে (৪),

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ⑥

৬. তৃণলতা ও গাছ-পালা সাজদা করে (৫)।

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ⑦

৭. এবং আস্‌মানকে আল্লাহ্ সমুন্নত করেছেন (৬) এবং পরিমাপ দণ্ড স্থাপন করেছেন (৭);

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ⑧

৮. যাতে, পরিমাপে ভারসাম্য লংঘন না করো (৮)।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ⑨

৯. এবং ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে পরিমাপ প্রতিষ্ঠা করো এবং ওজনে কম দিওনা।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ⑩

১০. এবং পৃথিবী স্থাপন করেছেন সৃষ্টিকুলের জন্য (৯);

فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ⑪

১১. তাতে ফলমূল ও আবরণযুক্ত খেজুরসমূহ রয়েছে (১০);

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ⑫

১২. এবং ভুসির সাথে শস্য দানা (১১) ও সুগন্ধময় ফুল।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ⑬

১৩. সুতরাং হে জিন ও মানব! তোমরা উভয় জাতি আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে (১২)?

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ⑭

১৪. তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন টনটনে মাটি থেকে, যেমন শুষ্ক মাটি (১৩)।

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ⑮

১৫. এবং জিন্ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি-শিখা থেকে (১৪)।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ⑯

১৬. সুতরাং তোমরা উভয় জাতি আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

টীকা-৬. এবং আপন ফিরিশ্‌তাদের অবস্থানস্থল ও স্বীয় বিধি-বিধানের উৎসস্থল করেছেন।

টীকা-৭. যা দ্বারা বস্তুসমূহের পরিমাপ করা হয় এবং সেগুলোর পরিমাণাদিও জানা যায়, যাতে লেনদেনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

টীকা-৮. যাতে কারো প্রাপ্য বিনষ্ট না হয়।

টীকা-৯. যারা এতে অবস্থান ও বসবাস করে; যাতে তারা তাতে বিশ্রাম নেয় ও উপকৃত হয়;

টীকা-১০. যে গুলোর মধ্যে বহু বরকত রয়েছে

টীকা-১১. যেমন গম ও যব ইত্যাদি

টীকা-১২. এ সূরা শরীফে এই আয়াত একত্রিশ বার এরশাদ হয়েছে। বারবার নি'মাতসমূহের কথা উল্লেখ করে এ কথাই এরশাদ করা হয়েছে যে, 'আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?' এটা হিদায়ত ও পথ-প্রদর্শনের উৎকৃষ্টতম পন্থা। এতে শ্রোতার অন্তরকে পুনঃপুনঃ জাগ্রত করা হয় এবং সে স্বীয় অপরাধ ও অকৃতজ্ঞতার অবস্থা বুঝতে পারে যে, সে কি পরিমাণ অনুগ্রহকে অস্বীকার করেছে! আর তার অন্তরে লজ্জাবোধের সঞ্চার হয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আর এ কথা হৃদয়ঙ্গম করে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত অনুগ্রহ তার উপর রয়েছে।

হাদীসঃ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– "এ সূরাটি আমি জিন জাতিকে পাঠ করে শুনিয়েছি। তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম জবাব দিচ্ছিলো। যখন আমি আয়াত فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ পাঠ করতাম তখন তারা বলতো– "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার কোন অনুগ্রহকেই অস্বীকার করিনা। তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা।" (তিরমিযী। তিনি বলেন– এটা 'গরীব' পর্যায়ের হাদীস।)

টীকা-১৩. অর্থাৎ এমন শুষ্ক মাটি থেকে, যা বাজালে বাজতে থাকে। আর কোন বস্তুর আঘাতের কারণে তা শব্দ করে। অতঃপর সে মাটিকে ভিজানো হয়। ফলে, তা কাদায় পরিণত হয়েছে। তারপর সেটাকে গলানো হলো। ফলে, তা কালো বর্ণের কাদায় পরিণত হলো।

টীকা-১৪. অর্থাৎ খাঁটি ধোঁয়াবিহীন শিখা দ্বারা।

টীকা-১৫. উভয় পূর্ব ও উভয় পশ্চিম দ্বারা উদ্দেশ্য– সূর্য উদয় হবার উভয় স্থান– গ্রীষ্মকালেরও, শীতকালেরও। অনুরূপভাবে, অস্ত যাবারও উভয় স্থান

টীকা-১৬. মিষ্ট ও লোনা।,

টীকা-১৭. না ঐ দু'টির মাঝখানে প্রকাশ্যে কোন আড়াল আছে, না আছে কোন অন্তরাল,

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾

১৭. উভয় পূর্বের প্রতিপালক এবং উভয় পশ্চিমের প্রতিপালক (১৫)।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

১৮. সুতরাং তোমরা উভয় জাতি আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾

১৯. তিনি দু'টি সমুদ্র প্রবাহিত করেছেন (১৬), যেদু'টি দেখতে মনে হয় পরস্পর মিলিত (১৭);

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾

২০. এবং আছে উভয়ের মধ্যখানে অন্তরায় (১৮) যে, একটা অপরটাকে অতিক্রম করতে পারে না (১৯)।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾

২১. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾

২২. ঐ দু'টির মধ্য থেকে মুক্তা ও প্রবাল বের হয়।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٣﴾

২৩. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٤﴾

২৪. এবং তাঁরই ঐসব চলমান নৌযান, যেগুলো সমুদ্রের মধ্যে উত্থিত হয়– যেমন কতগুলো পর্বত (২০)।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

২৫. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

রুকূ' – দুই

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾

২৬. ভূ-পৃষ্ঠের উপর যত কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর (২১)।

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾

২৭. এবং চিরস্থায়ী হচ্ছেন আপনার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহামহিম ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন (২২)।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾

২৮. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾

২৯. তাঁরই নিকট প্রার্থী, যতকিছু আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে (২৩)। প্রত্যহ তিনি একেকটি (গুরুত্বপূর্ণ) কাজেরত রয়েছেন (২৪)।

টীকা-১৮. আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতায়

টীকা-১৯. প্রত্যেকটি আপন আপন সীমানায়ই অবস্থান করে এবং কোনটারই স্বাদ পরিবর্তিত হয়না।

টীকা-২০. যে সব বস্তু দ্বারা ঐসব কিশ্তি বা নৌযান তৈরী করা হয় সেগুলোও আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে সংযোজিত করা, নৌযান তৈরী করা ও শিল্প-কর্মের বুদ্ধিও আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। আর সমুদ্রগুলোতে ঐ সব নৌযানের চলাফেরা করা ও পানিতে ভাসমান হওয়া– এ সবই আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতায়ই নিয়ন্ত্রিত হয়।

টীকা-২১. প্রত্যেক প্রাণী ইত্যাদি ধ্বংসশীল।

টীকা-২২. যে, তিনি সৃষ্টিকে নিশ্চিহ্ন হবার পর তাদেরকে আবার জীবিত করবেন এবং চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। আর ঈমানদারদের উপর দয়াপরবশ হবেন।

টীকা-২৩. ফিরিশ্তা হোক, কিংবা জিন্ অথবা মানুষ হোক কিংবা অন্য কোন সৃষ্টি– কেউই তাঁর থেকে অভাবমুক্ত নয়। সবই তাঁর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী এবং (পারিপার্শ্বিক) অবস্থা ও মুখের ভাষায় তাঁরই দ্বারের ভিক্ষুক।

টীকা-২৪. অর্থাৎ তিনি সর্বক্ষণই আপন কুদ্রতের নিদর্শনাদি প্রকাশ করেন। কাউকে জীবিকা দান করেন, কাউকেও মৃত্যু দেন, কাউকে জীবন দান করেন, কাউকে সম্মানিত করেন, কাউকে করেন অপমানিত, কাউকে ধনী করেন, কাউকে করেন পরমুখাপেক্ষী, কারো পাপ মোচন করেন এবং কারো দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করেন।

শানে নুযূলঃ বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত ইহুদীদের খণ্ডনে অবতীর্ণ হয়েছে; যারা বলতো যে, আল্লাহ্ তা'আলা শনিবার দিন কোন কাজ করেন না। তাদের এ উক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, এক বাদশাহ্ তাঁর উযিরকে এ আয়াতের অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। উযির এক দিনের সময় চাইলেন। অতঃপর অতীব চিন্তিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আপন ঘরে আসলেন। তাঁর এক হাবৃশী ক্রীতদাস উযিরকে চিন্তিত দেখে বললো, "হে আমার মুনিব! আপনি কোন্ বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন আমাকে

বলুন!" উযির বর্ণনা করলে ক্রীতদাস বললো, "এর অর্থ বাদশাহকে আমিই বুঝিয়ে দেবো।" উযির তাকে বাদশাহ্‌র সম্মুখে হাযির করলেন। তখন ক্রীতদাস বাদশাহ্‌র উদ্দেশ্যে বললো, "হে বাদশাহ্! আল্লাহ্‌র শান (গুরুত্বপূর্ণ কাজ) এ যে, তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে; তিনি মৃত থেকে জীবিত বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে। অসুস্থকে সুস্থতা প্রদান করেন এবং সুস্থকে অসুস্থ করেন; বিপদগ্রস্তকে মুক্তি দেন এবং দুঃখহীনদেরকে বিপদগ্রস্ত করেন; সম্মানিতদেরকে অপমানিত করেন, অপমানিতকে সম্মান দান করেন; সম্পদশালীদেরকে পরমুখাপেক্ষী করেন এবং অভাবীকে ধনবান।" বাদ্‌শাহ্ ক্রীতদাসটার জবাব পছন্দ করলেন। আর উযিরকে নির্দেশ দিলেন যেন ঐ দাসকে উযিরের সম্মানিত পোষাকে ভূষিত করেন। দাস উযিরকে বললো, "হে মুনিব! এটাও আল্লাহ্ তা'আলার একটা শান।"

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٠﴾

৩০. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾

৩১. শীঘ্রই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে আমি তোমাদের হিসাবের ইচ্ছা করি হে, উভয় ভারী দল (২৫)!

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾

৩২. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾

৩৩. হে জিন্ ও ইন্‌সানের দল! যদি তোমাদের পক্ষে এটা সম্ভবপর হয় যে, তোমরা আস্‌মানসমূহ ও যমীনের প্রান্তগুলো থেকে বের হয়ে যাবে, তা'হলে বের হয়ে যাও! বের হয়ে যেখানেই যাবে সেখানে তাঁরই রাজত্ব বিরাজমান (২৬)।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾

৩৪. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾

৩৫. তোমাদের উভয়ের উপর (২৭) ছোঁড়া হবে ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা এবং শিখাবিহীন আগুনের কালো ধোঁয়া (২৮); তখন তোমরা প্রতিশোধ নিতে পারবে না (২৯)।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾

৩৬. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾

৩৭. অতঃপর যখন আস্‌মান বিদীর্ণ হবে তখন তা গোলাপ ফুলের ন্যায় হয়ে যাবে (৩০); যেমন নিরেট লাল।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٨﴾

৩৮. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ﴿٣٩﴾

৩৯. সুতরাং ঐ দিন (৩১) পাপীর পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না– কোন মানুষ ও জিন্ থেকে (৩২)।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٠﴾

৪০. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ

৪১. অপরাধীগণকে তাদের চেহারা দ্বারাই

টীকা-২৫. জিন্ ও ইন্‌সানের।

টীকা-২৬. তোমরা তাঁর আয়ত্ব থেকে কোথাও পলায়ন করতে পারো না।

টীকা-২৭. ক্বিয়ামত-দিবসে তোমরা যখন কবর থেকে বের হবে।

টীকা-২৮. হযরত অনুবাদক (আ'লা হযরত) কুদ্দিসা সির্‌রুহু বলেছেন, অগ্নিশিখায় যদি ধোঁয়া থাকে, তা'হলে তার সমস্ত অংশ দহনকারী হয়না। কারণ, ভূ-পৃষ্ঠের কোন অংশ তাতে শামিল থাকে, যা থেকে ধোঁয়া সৃষ্টি হয়। আর ধোঁয়ার মধ্যে শিখা থাকলে তা পূর্ণ মাত্রায় কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় না। কারণ, তাতে শুধু আগুনের শিখা অন্তর্ভূক্ত থাকে। তাদের (জিন্ ও মানবজাতি) প্রতি ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা প্রেরণ করা হবে, যার সমস্ত অংশই দহনকারী হবে। আর শিখাবিহীন আগুনের ধোঁয়াও, যা অত্যন্ত কালো বর্ণের ও অন্ধকারময় হবে এবং (তাঁরই সম্মানিত দরবারের আশ্রয়!)

টীকা-২৯. ঐ শাস্তি থেকে না বাঁচতে পারবে, না একে অপরকে সাহায্য করতে পারবে; বরং এ অগ্নিশিখা ও ধোঁয়া তোমাদেরকে হাশর-ময়দানের দিকে নিয়ে যাবে। পূর্বেই এ সম্পর্কে খবর দিয়ে দেয়া– এটাও আল্লাহ্ তা'আলার করুণা ও বদান্যতাই, যাতে তাঁর অবাধ্যতা থেকে বিরত থেকে নিজেকে নিজে এ মুসীবত থেকে রক্ষা করতে পারো।

টীকা-৩০. যে, স্থানে স্থানে ফাটল ও লাল বর্ণ। (হযরত অনুবাদক কুদ্দিসা সির্‌রুহু)

টীকা-৩১. অর্থাৎ যখন কবরগুলো থেকে উঠানো হবে এবং আস্‌মান বিদীর্ণ হবে

টীকা-৩২. ঐ দিন ফিরিশ্‌তাগণ অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন না, তাদের চেহারা দেখেই চিনতে পারবেন। বস্তুতঃ প্রশ্ন অন্য সময়ে করা হবে, যখন তারা হিসাব-নিকাশের স্থানে একত্রিত হবে।

فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾

চেনা যাবে (৩৩)। সুতরাং মাথা ও পা ধরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে (৩৪)।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾

৪২. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে (৩৫)?

هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এটা হচ্ছে ঐ জাহান্নাম, যাকে অপরাধীগণ অস্বীকার করে।

يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ﴿٤٤﴾

৪৪. তারা প্রদক্ষিণ করবে তাতে এবং চরম পর্যায়ের জ্বলন্ত-ফুটন্ত পানিতে (৩৬)।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾

৪৫. অতঃপর আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

রুকূ' - তিন

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾

৪৬. এবং যে ব্যক্তি আপন প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে (৩৭) তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে (৩৮)।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٧﴾

৪৭. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾

৪৮. (উভয়ই) বহু শাখা-প্রশাখা সম্পন্ন (বৃক্ষে পূর্ণ) (৩৯)।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾

৪৯. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾

৫০. উভয়ের মধ্যে দু'টি প্রস্রবণ প্রবহমান (৪০)।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾

৫১. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾

৫২. উভয়ের মধ্যে প্রত্যেক ফল দু' দু' প্রকারের হবে।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾

৫৩. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾

৫৪. (এবং) এমনসব বিছানার উপর হেলান দিয়ে বসবে, যেগুলোর আস্তরণ মোটা রেশমের (৪১), এবং উভয়ের ফলমূল এতই ঝুঁকে পড়বে যে, নীচে থেকে আহরণকারী আহরণ করতে পারবে (৪২)।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾

৫৫. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾

৫৬. ঐসব বিছানার উপর এমন স্ত্রীগণ থাকবে, যারা স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি চক্ষু উঁচু করে দৃষ্টিপাত করে না (৪৩), তাদের পূর্বে এদেরকে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ এবং না (কোন) জিন্।

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾

৫৭. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

টীকা-৩৩. যে, তাদের মুখ কালো হবে এবং চোখ হবে নীল বর্ণের।

টীকা-৩৪. পাগুলোকে পিঠের পেছন দিক থেকে এনে কপালের সাথে মিলিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এটাও বর্ণিত হয় যে, কাউকেও মাথার চুল ধরে কপালের উপর ভর করে হেঁচড়ানো হবে, কাউকেও পায়ের উপর ভর করে।

টীকা-৩৫. এবং তাদেরকে বলা হবে-

টীকা-৩৬. যে, যখন জাহান্নামের আগুনে জ্বলে ও ভর্জিত হয়ে ফরিয়াদ করবে, তখন তাদেরকে প্রচণ্ড গরম ও ফুটন্ত পানি পান করানো হবে এবং সে শাস্তিতে লিপ্ত রাখা হবে। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার এ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াও আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ।

টীকা-৩৭. অর্থাৎ যার মধ্যে আপন প্রতিপালকের সম্মুখে ক্বিয়ামতের দিন, হিসাব-নিকাশের স্থানে হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান হবার ভয় থাকে এবং সে পাপাচার পরিহার করে ও ফরযসমূহ পালন করে,

টীকা-৩৮. 'জান্নাত-ই-আদ্‌ন' ও 'জান্নাতই-ই-না'ঈম'। এটাও বর্ণিত আছে যে, একটি জান্নাত প্রতিপালককে ভয় করার পুরস্কার, আর একটি মনের কুপ্রবৃত্তিসমূহ বর্জন করার পুরস্কার।

টীকা-৩৯. এবং প্রত্যেক শাখায় বিভিন্ন ধরণের ফলমূল থাকবে।

টীকা-৪০. একটি মিষ্ট পানির এবং একটি পবিত্র শরাবের। অথবা একটি 'তাস্‌নীম' এবং অপরটি 'সাল্‌সাবীল'।

টীকা-৪১. অর্থাৎ পুরু রেশমের। যখন আস্তরণের এ অবস্থা, তখন উপরের অংশের কি অবস্থা হবে! সুব্‌হানাল্লাহ্!

টীকা-৪২. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেছেন- বৃক্ষ এতই সন্নিকটে হবে যে, আল্লাহ্‌র প্রিয়বান্দাগণ দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট অবস্থায় সেটার ফলমূল আহরণ করে নিতে পারবেন।

টীকা-৪৩. জান্নাতী স্ত্রীগণ নিজ নিজ স্বামীকে বলবে- "আমি আপন প্রতিপালকের সম্মান ও মহিমার শপথ

৫৮. তারা যেন পদ্মরাগ ও প্রবাল (৪৪)।

৫৯. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৬০. উত্তম কাজের প্রতিদান কি? কিন্তু উত্তম কাজই (৪৫)।

৬১. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকেই অস্বীকার করবে?

৬২. এবং ঐ দু'টি ব্যতীত আরো দু'টি জান্নাত আছে (৪৬);

৬৩. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৬৪. (এ জান্নাত দু'টির মধ্যে) গাঢ় সবুজ থেকে কালো বর্ণের ঝলক বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

৬৫. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৬৬. ঐ দু'টিতে দু'টি প্রস্রবণ রয়েছে উচ্ছলিত।

৬৭. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৬৮. ঐ দু'টিতে রয়েছে ফলমূল, খেজুর-সমূহ এবং আনার।

৬৯. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৭০. সে গুলোর মধ্যে রয়েছে স্ত্রীগণ- অভ্যাসে সতী, আকৃতিতে উত্তম।

৭১. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৭২. হূরসমূহ রয়েছে তাঁবুসমূহের মধ্যে, পর্দানশীন (৪৭)।

৭৩. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৭৪. তাদের পূর্বে এদের গায়ে হাত লাগায়নি কোন মানুষ এবং না কোন জিন্।

৭৫. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে (৪৮)?

৭৬. হেলান দেয়া অবস্থায় সবুজ বিছানাসমূহ ও কারুকার্যকৃত সুন্দর চাদরসমূহের উপর।

৭৭. সুতরাং আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

৭৮. মহা বরকতময় আপনার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহামহিম ও সম্মানিত। ★

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦١﴾

وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿٦٢﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٣﴾

مُدْهَامَّتَانِ ﴿٦٤﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٥﴾

فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿٦٦﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٧﴾

فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ﴿٦٨﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٦٩﴾

فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ﴿٧٠﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧١﴾

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٣﴾

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٧٤﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٥﴾

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٧٧﴾

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

করে বলছি, জান্নাতের মধ্যে আমার নিকট তুমি অপেক্ষা অন্য কিছুই অধিক উত্তম মনে হয় না। সুতরাং ঐ খোদারই প্রশংসা, যিনি তোমাকে আমার স্বামী করেছেন এবং আমাকে তোমার স্ত্রী করেছেন।"

টীকা-৪৪. পরিচ্ছন্নতা ও আকর্ষণীয় বর্ণে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, জান্নাতী হূরগুলোর শারীরিক পরিচ্ছন্নতার অবস্থা এ যে, তাদের গোছগুলো'র মগজ এমনভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যেভাবে সাদা স্ফটিকের পাত্রের মধ্যে লাল বর্ণের শরাব দেখা যায়।

টীকা-৪৫. অর্থাৎ যে কেউ দুনিয়ায় সৎকাজ করেছে, তার প্রতিদান হচ্ছে- আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন- "যে ব্যক্তি এ কথার স্বীকারোক্তি দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, আর শরীয়তে মুহাম্মাদিয়াহ্ অনুযায়ী কাজ করে, তার পুরস্কার হচ্ছে জান্নাত।"

টীকা-৪৬. হাদীস শরীফে বর্ণিত- দু'টি জান্নাত তো এমনি যে, সেগুলোর পাত্রসমূহ ও সামগ্রী রৌপ্যের তৈরী। আর দু'টি জান্নাত এমন যে, সেগুলোর পাত্র ও সামগ্রী সবই স্বর্ণের তৈরী। অপর এক অভিমত এও রয়েছে যে, প্রথম দু'টি জান্নাতের সামগ্রী স্বর্ণ ও রৌপ্যের আর অপর দু'টি জান্নাতের পদ্মরাগ ও যবরজদের (পান্না)।

টীকা-৪৭. যে, ঐ সমস্ত তাঁবু থেকে বের হয় না। এটা তাদের আভিজাত্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, যদি জান্নাতী নারীদের মধ্য থেকে কারো একটা মাত্র ঝলক পৃথিবীর দিকে পড়ে, তা'হলে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সমগ্র মহাশূন্য আলোকিত হয়ে যাবে এবং সুগন্ধিতে মুখরিত হয়ে উঠবে এবং তাদের তাঁবুগুলোও হবে মণিমুক্তা ও যবরজদ (পান্না)-এর তৈরী।

টীকা-৪৮. এবং তাদের স্বামী জান্নাতে আয়েশের জীবন যাপন করবেন। ★

* * * * * * *

★ 'সূরা আর্‌-রাহ্‌মান' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা ওয়া-ক্বি'আহ্' মক্কী; আয়াত أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ এবং আয়াত ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ব্যতীত।

এ সূরায় তিনটি রুকূ', ছিয়ানব্বই অথবা সাতানব্বই অথবা নিরানব্বইটি আয়াত, তিনশ আটাত্তরটি পদ এবং এক হাজার সাতশ তিনটি বর্ণ আছে। ইমাম বাগাভী একখানা হাদীস বর্ণনা করেন– বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে, যে ব্যক্তি 'সূরা ওয়াক্বিআহ্' প্রতি রাতে পাঠ করবে, সে উপবাস থেকে সর্বদা রক্ষা পাবে। (খাযিন)

সূরা ওয়া-ক্বি'আহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা ওয়া-ক্বি'আহ্ মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৯৬ রুকূ'-৩

রুকূ' – এক

১. যখন সংঘটিত হবে ঐ ঘটমান (২);

২. ঐ সময় তা সংঘটিত হবার বিষয়ে কারো অস্বীকার করার অবকাশ থাকবে না।

৩. কাউকেও নীচুকারী (৩), কাউকেও সমুন্নতকারী (৪);

৪. যখন যমীন কাঁপবে থরথর করে (৫);

৫. এবং পর্বতমালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে যাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে।

৬. তখন হয়ে যাবে শূন্য ময়দানে রোদের মধ্যে ধূলাবালির বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মতো।

৭. এবং তোমরা তিন শ্রেণীর হয়ে যাবে–

৮. সুতরাং ডান পার্শ্বস্থ দল (৬); কেমনই ভাগ্যবান ডান পার্শ্বস্থ দল (৭)!

৯. এবং বাম পার্শ্বস্থ দল (৮); কেমনই হতভাগা বাম পার্শ্বস্থ দল (৯);

১০. এবং যারা অগ্রবর্তী হয়েছে (১০) তারা তো অগ্রবর্তীই হয়েছে (১১)।

১১. তারাই (আল্লাহ্‌র) দরবারের নৈকট্যপ্রাপ্ত;

১২. শান্তির বাগানসমূহে।

১৩. পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে একদল;

১৪. এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক (১২)।

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾
لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾
خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾
إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾
فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ﴿٦﴾
وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾
فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾
وَأَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ﴿٩﴾
وَالسّٰبِقُونَ السّٰبِقُونَ ﴿١٠﴾
أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾
فِي جَنّٰتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾
ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾
وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾

টীকা-২. অর্থাৎ যখন ক্বিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে, যা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবারই;

টীকা-৩. জাহান্নামেরই মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে,

টীকা-৪. জন্নাতে প্রবেশ করার মাধ্যমে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন– "যে সব লোক দুনিয়ায় উঁচু ছিলো, ক্বিয়ামত তাদেরকে নীচু করবে। আর যারা দুনিয়ায় নীচু ছিলো তাদের মর্যাদাসমূহ বৃদ্ধি করবে।"

এ কথাও বর্ণিত হয় যে, পাপীদেরকে নীচ করবে এবং ইবাদত পালনকারীদেরকে সমুন্নত করবে।

টীকা-৫. এমনকি তার সমস্ত প্রাসাদ ধ্বসে পড়বে;

টীকা-৬. অর্থাৎ যাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে দেয়া হবে;

টীকা-৭. এটা তাদের সম্মানার্থে বলেছেন, তাঁরা মহা মর্যাদার অধিকারী সৌভাগ্যবান, জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

টীকা-৮. যাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে;

টীকা-৯. এটা তাদের হীন অবস্থা প্রকাশ করার জন্য বলেছেন; যেহেতু তারা হতভাগ্য, জাহান্নামে প্রবেশ করবে;

টীকা-১০. সৎকার্যাদিতে

টীকা-১১. জন্নাতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেছেন– তাঁরা হচ্ছেন হিজরতে অগ্রগামী; পরকালেও তাঁরা জান্নাতের দিকে অগ্রগামী হবেন।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে– তাঁরা ইসলামের প্রতিও অগ্রগামী। অন্য অভিমতানুসারে, ঐসব লোক হচ্ছে–মুহাজির ও আনসার, যাঁরা উভয় ক্বিবলার প্রতি মুখ করে নামায পড়েছেন।

টীকা-১২. অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের মধ্যে অগ্রবর্তীদের সংখ্যা অনেক এবং পরবর্তীদের মধ্যে স্বল্প।

আর 'পূর্ববর্তীগণ' দ্বারা হয়ত পূর্ববর্তী উম্মতগণ বুঝানো হয়েছে; হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে আমাদের মুনিব বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগ পর্যন্ত সময়ের; যেমন– অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেছেন। কিন্তু এ অভিমতটা অতি দুর্বল। যদিও তাফসীরকারকগণ

এর দুর্বলতার কারণসমূহের জবাবে বহু ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। বিশুদ্ধ অভিমত তাফসীরের মধ্যে এ যে, 'পূর্ববর্তীগণ' দ্বারা 'উম্মতে মুহাম্মদীয়াহ্'রই প্রথম যুগের লোকদেরা বুঝানো হয়েছে- মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যাঁরা প্রথম সারির ছিলেন তাঁরাই এখানে উদ্দেশ্য; আর 'পরবর্তীগণ' দ্বারা 'তাঁদেরই পরবর্তীগণ' বুঝানো হয়েছে। বহু হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। 'মারফূ' হাদীস' (যে হাদীসের সূত্র সরাসরি নবী করীম (দঃ) পর্যন্ত পৌঁছে)-এ বর্ণিত হয়েছে যে, 'পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ বলতে এখানে 'এ উম্মতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণ বুঝায়। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, "হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন," উভয় দল আমারই উম্মতের মধ্যে।" (তাফসীর-ই-কবীর ও বাহ্রুল উলূম ইত্যাদি)

টীকা-১৩. সেগুলোর মধ্যে মণি, পদ্মরাগ ও মুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতববস্তু খচিত থাকবে;

১৫. কারুকার্য খচিত আসনসমূহের উপর হবে (১৩);

عَلٰى سُرُرٍ مَّوۡضُوۡنَةٍ ﴿۱۵﴾

১৬. সেগুলোর উপর হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর সামনাসামনি হয়ে (১৪)।

مُّتَّكِـِٕيۡنَ عَلَيۡهَا مُتَقٰبِلِيۡنَ ﴿۱۶﴾

১৭. তাদের চতুর্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করবে (১৫) চির-কিশোরেরা (১৬)-

يَطُوۡفُ عَلَيۡهِمۡ وِلۡدَانٌ مُّخَلَّدُوۡنَ ﴿۱۷﴾

১৮. কুজা ও জলপাত্র (বদনা) এবং পানপাত্র ও চোখের সামনে প্রবহমান শরাব নিয়ে;

بِاَكۡوَابٍ وَّاَبَارِيۡقَ ۙ وَكَاۡسٍ مِّنۡ مَّعِيۡنٍ ﴿۱۸﴾

১৯. যা দ্বারা না তাদের মাথা ব্যথা হবে, না তাদের হুঁশ-জ্ঞানে কোন পার্থক্য আসবে (১৭);

لَّا يُصَدَّعُوۡنَ عَنۡهَا وَلَا يُنۡزِفُوۡنَ ﴿۱۹﴾

২০. এবং ফলমূল (নিয়ে), যা তারা পছন্দ করবে;

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوۡنَ ﴿۲۰﴾

২১. এবং পক্ষীমাংস (থাকবে), যা তারা চাইবে (১৮)।

وَلَحۡمِ طَيۡرٍ مِّمَّا يَشۡتَهُوۡنَ ﴿۲۱﴾

২২. এবং বড় বড় চোখসম্পন্না হূরেরা (১৯);

وَحُوۡرٌ عِيۡنٌ ﴿۲۲﴾

২৩. (তারা) যেমন গোপন করে রাখা মুক্তা (২০);

كَاَمۡثَالِ اللُّؤۡلُؤِ الۡمَكۡنُوۡنِ ﴿۲۳﴾

২৪. পুরস্কারস্বরূপ তাদের কৃতকর্মসমূহের (২১)।

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ ﴿۲۴﴾

২৫. তাতে শুনবে না কোন অনর্থক কথাবার্তা, না (থাকবে) গুনাহ্গারি (২২);

لَا يَسۡمَعُوۡنَ فِيۡهَا لَغۡوًا وَّلَا تَاۡثِيۡمًا ﴿۲۵﴾

২৬. হাঁ এ কথাই বলা হবে- 'সালাম! সালাম (২৩)!'

اِلَّا قِيۡلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿۲۶﴾

২৭. এবং ডান পার্শ্বস্থ দল; কেমন সৌভাগ্যবান ডান পার্শ্বস্থ দল (২৪)!

وَاَصۡحٰبُ الۡيَمِيۡنِ ۙ مَاۤ اَصۡحٰبُ الۡيَمِيۡنِ ﴿۲۷﴾

২৮. কাঁটাহীন কুলগাছগুলোর মধ্যে

فِىۡ سِدۡرٍ مَّخۡضُوۡدٍ ﴿۲۸﴾

টীকা-১৪. সুন্দর জীবন-যাপন সহকারে অতি জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে একে অপরকে দেখে আনন্দিত ও প্রফুল্লচিত্ত হবে।

টীকা-১৫. সেবার যথাযথ নিয়মের সাথে।

টীকা-১৬. যারা না মৃত্যুবরণ করবে, না বৃদ্ধ হবে, না তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসবে। এদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতবাসীদের সেবার জন্য জান্নাতে সৃষ্টি করেছেন।

টীকা-১৭. পার্থিব শরাবের বিপরীত। কারণ, তা পান করলে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি শক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টীকা-১৮. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন, "যদি জান্নাতবাসীদের মনে পাখীর মাংস আহার করার বাসনা জাগে, তবে তাদের অভিপ্রায়ানুসারে পাখী উড়ে এসে তাদের সামনে পড়বে। আর বড় থালায় এসে রুচিসম্মত খাবার হয়ে উপস্থাপিত হবে। তা থেকে যত ইচ্ছা জান্নাতবাসীগণ আহার করবে। অতঃপর তা উড়ে যাবে। (খাযিন)

টীকা-১৯. তাদের জন্য থাকবে;

টীকা-২০. অর্থাৎ মুক্তা যেভাবে ঝিনুকের মধ্যে গোপন থাকে, না সেটার গায়ে কেউ হাত লাগায়, না রোদ স্পর্শ করে, না বাতাস লাগে। সেটার স্বচ্ছতা হয় চূড়ান্ত পর্যায়ের। অনুরূপভাবে, ঐসব হূরও স্পর্শমুক্ত থাকবে। এও বর্ণিত আছে যে, হূরদের মুচকি হাসিতে জান্নাতে আলো চমকাবে। আর যখন তারা চলবে, তখন তাদের হাত ও পায়ের অলংকারাদি থেকে আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহত্ব ঘোষণার শব্দ গুঞ্জরিত হবে। আর পদ্মরাগের হার তাদের ঘাড়ের সৌন্দর্যের সাথে হাসতে থাকবে।

টীকা-২১. পৃথিবীতে তারা আনুগত্য করেছে।

টীকা-২২. অর্থাৎ জান্নাতে কোন প্রকার অপছন্দনীয় ও অনর্থক কথাবার্তা শুনতে পাবে না।

টীকা-২৩. জান্নাতীগণ পরস্পর পরস্পরকে সালাম জানাবেন। ফিরিশ্তাগণ জান্নাতবাসীদেরকে সালাম বলবেন। আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যাতের তরফ থেকেও তাঁদের প্রতি সালাম আসবে। এ অবস্থা তো অগ্রবর্তী নৈকট্যপ্রাপ্তদের ছিলো। এরপর জান্নাতীদের দ্বিতীয় দল ডানপার্শ্বস্থদের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে-

টীকা-২৪. তাঁদের আশ্চর্যজনক অবস্থা যে, তারা আল্লাহ্র দরবারে সম্মানিত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত।

وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿۲۹﴾

২৯. এবং কলা-গুচ্ছসমূহের মধ্যে (২৫)।

وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿۳۰﴾

৩০. এবং চিরস্থায়ী ছায়ার মধ্যে;

وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿۳۱﴾

৩১. এবং সর্বদা প্রবহমান পানির মধ্যে;

وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿۳۲﴾

৩২. এবং প্রচুর ফলমূলের মধ্যে;

لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿۳۳﴾

৩৩. যে গুলো না নিঃশেষ হবে (২৬), না নিষিদ্ধ করা হবে (২৭);

وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿۳۴﴾

৩৪. এবং সমুচ্চ বিছানাসমূহের মধ্যে (২৮)।

اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَآءً ﴿۳۵﴾

৩৫. নিশ্চয় আমি ঐসব স্ত্রীলোককে উত্তম বিকাশে বিকশিত করেছি;

فَجَعَلْنٰهُنَّ اَبْكَارًا ﴿۳۶﴾

৩৬. সুতরাং তাদেরকে আমি কুমারী করেছি, আপন আপন স্বামীর নিকট প্রিয়া;

عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿۳۷﴾

৩৭. তাদের প্রতি সোহাগিনী, সমবয়স্কা (২৯);

لِّاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿۳۸﴾

৩৮. ডান পার্শ্বস্থদের জন্য।

রুকূ' - দুই

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯. পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে একদল;

وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿۴۰﴾

৪০. এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে একদল (৩০)।

وَاَصْحٰبُ الشِّمَالِ ۙ مَآ اَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿۴۱﴾

৪১. এবং বাম পার্শ্বস্থগণ (৩১); কেমন হতভাগ্য বাম পার্শ্বস্থগণ (৩২)।

فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ﴿۴۲﴾

৪২. অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানির মধ্যে;

وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿۴۳﴾

৪৩. জ্বলন্ত ধোঁয়ার ছায়ার মধ্যে (৩৩)।

لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ﴿۴۴﴾

৪৪. যা না শীতল, না সম্মানের।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿۴۵﴾

৪৫. নিশ্চয় তারা এর পূর্বে (৩৪) নি'মাতসমূহের মধ্যে ছিলো।

وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿۴۶﴾

৪৬. এবং ঐ মহাপাপের উপর (৩৫) একগুঁয়ে হয়ে থাকতো।

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿۴۷﴾

৪৭. এবং বলতো, 'যখন আমরা মরে যাবো এবং হাড়গুলো মাটি হয়ে যাবে তখনও কি আমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবো?

اَوَاٰبَآؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ ﴿۴۸﴾

৪৮. এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারাও কি?'

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ ﴿۴۹﴾

৪৯. আপনি বলুন; 'নিশ্চয় সব পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকে-

لَمَجْمُوْعُوْنَ ۙ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿۵۰﴾

৫০. অবশ্যই একত্রিত করা হবে একটা পরিজ্ঞাত দিনের মেয়াদকালের উপর (৩৬)।'

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿۵۱﴾

৫১. অতঃপর নিশ্চয় তোমরা, হে পথভ্রষ্টরা (৩৭), অস্বীকারকারীরা!

টীকা-২৫. যে গুলোর গাছ শিকড় থেকে চূড়া পর্যন্ত ফলমূলে ভর্তি থাকবে।

টীকা-২৬. যখন কোন ফল ছিঁড়ে নেয়া হবে, তখনই তদস্থলে অনুরূপ দু'টি ফল মওজুদ হয়ে যাবে,

টীকা-২৭. জান্নাতবাসীগণ ফল আহরণ করতে ;

টীকা-২৮. যে গুলো কারুকার্য খচিত, উঁচু উঁচু আসনের উপর হবে। এটাও বর্ণিত আছে যে, 'বিছানাসমূহ' দ্বারা 'স্ত্রীগণ' বুঝানো হয়েছে। এতদ্ভিত্তিতে, অর্থ এ দাঁড়াবে যে, স্ত্রীগণ গুণে ও সৌন্দর্যে উচ্চ মর্যাদাশীল হবে।

টীকা-২৯. যুবতী। আর তাদের স্বামীগণও যুবক। আর এ যৌবন চিরস্থায়ী হবে।

টীকা-৩০. এটা ডান পার্শ্বস্থদের দু'দলের বিবরণ যে, তাঁরা এই উম্মতের পূর্ব ও পরবর্তী উভয় দলের মধ্য থেকেই হবেন। প্রথম দল তো রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ; আর 'পরবর্তীগণ' হচ্ছেন তাঁদেরই পরবর্তীগণ। এর পূর্ববর্তী রুকূ'তে অগ্রবর্তী নৈকট্য-প্রাপ্তদের দু'টি দলের উল্লেখ ছিলো। আর এ আয়াতের মধ্যে ডান পার্শ্বস্থ দু'দলের বিবরণ রয়েছে।

টীকা-৩১. যাদের আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে।

টীকা-৩২. তাদের অবস্থা দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক। তাদের শাস্তির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা এমতাবস্থায় থাকবে-

টীকা-৩৩. যা অতীব অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কালো বর্ণের হবে।

টীকা-৩৪. দুনিয়ার মধ্যে

টীকা-৩৫. অর্থাৎ শির্কের

টীকা-৩৬. তা হচ্ছে ক্বিয়ামত-দিবস।

টীকা-৩৭. সত্যের পথ থেকে ভ্রষ্ট লোকেরা এবং সত্যকে

لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾

৫২. অবশ্যই তোমরা যাক্কুমের গাছ থেকে আহার করবে;

فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿٥٣﴾

৫৩. অতঃপর তা থেকে পেট ভর্তি করবে।

فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾

৫৪. অতঃপর এর উপর উত্তপ্ত-ফুটন্ত পানি পান করবে;

فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿٥٥﴾

৫৫. অতঃপর এমনভাবে পান করবে যেভাবে অতি পিপাসায় কাতর উট পান করে থাকে (৩৮)।

هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿٥٦﴾

৫৬. এটাই তাদের আতিথ্য বিচারের দিনে।

نَحْنُ خَلَقْنَٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾

৫৭. আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি (৩৯)। সুতরাং তোমরা কেন সত্য স্বীকার করছো না (৪০)?

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾

৫৮. সুতরাং ভালো, দেখোতো– ঐ বীর্য, যার তোমরা পতন ঘটাচ্ছো (৪১)!

ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾

৫৯. তোমরাই কি সেটা থেকে মানুষ সৃষ্টি করছো, না আমি সৃষ্টিকারী (৪২)?

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾

৬০. আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্দ্ধারিত করেছি (৪৩) এবং আমি তাতে হেরে যাইনি–

عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

৬১. তোমাদের মতো অন্যান্যদেরকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে এবং তোমাদের আকৃতিসমূহকে তা-ই করে দিতে, যার তোমাদের খবরই নেই (৪৪)।

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

৬২. এবং নিশ্চয় তোমরা জেনে নিয়েছো প্রথম বারের সৃষ্টি সম্পর্কে (৪৫)। সুতরাং কেন চিন্তাভাবনা করছো না (৪৬)?

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾

৬৩. সুতরাং ভালো, বলোতো! যা তোমরা বপন করছো,

ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. তোমরাই কি সেই ক্ষেত সৃষ্টি করো, না আমিই সৃষ্টিকারী (৪৭)?

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. আমি ইচ্ছা করলে সেটাকে (৪৮) পদদলিত খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি (৪৯), অতঃপর তোমরা বাক্যাদি রচনা করতে থাকবে (৫০)

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. যে, 'আমাদের তো সর্বনাশ হয়েছে (৫১)!

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

৬৭. বরং আমরা বঞ্চিত হয়েই আছি।'

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

৬৮. সুতরাং ভালো, বলোতো! ঐ পানি, যা তোমরা পান করো,

ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ

৬৯. তোমরাই কি তা মেঘ থেকে অবতীর্ণ

টীকা-৩৮. তাদের উপর এমন ক্ষুধা চেপে দেয়া হবে যে, তারা বাধ্য হয়ে জাহান্নামের জ্বলন্ত 'যাক্কুম' আহার করতে থাকবে। অতঃপর যখন তা দ্বারা পেট ভর্তি হয়ে যাবে, তখন তাদের উপর পিপাসা চাপিয়ে দেয়া হবে; যার কারণে বাধ্য হয়ে তারা এমন উত্তপ্ত পানি পান করবে, যা তাদের অন্ত্রগুলোকে কেটে ফেলবে।

টীকা-৩৯. অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছি।

টীকা-৪০. মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াকে?

টীকা-৪১. নারীদের গর্ভে!

টীকা-৪২. যে, বীর্যকে মানুষের আকৃতি প্রদান করি, জীবন দান করি। সুতরাং মৃতকে জীবিত করা আমার ক্ষমতা-বহির্ভূত হবে কেন?

টীকা-৪৩. হিকমতের চাহিদা ও ইচ্ছানুসারে এবং বয়স-সীমাকে ভিন্ন ভিন্ন রেখেছি– কেউ বাল্যকালে মৃত্যুবরণ করে, কেউ যুবক হয়ে, কেউ অর্ধ্ব বয়সে, কেউ বার্দ্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছে। যা আমি নির্দ্ধারণ করি তাই ঘটে থাকে।

টীকা-৪৪. অর্থাৎ বিকৃত করে বানর, শূকর ইত্যাদির আকৃতি বানিয়ে দিই। এ সবই আমার ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-৪৫. যে, আমি তোমাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বসম্পন্ন করেছি।

টীকা-৪৬. যে, যিনি অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বময় করতে পারেন তিনি নিশ্চিতভাবেই মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন।

টীকা-৪৭. এতে সন্দেহ নেই যে, ফসলের শীষ তৈরী করা এবং তাতে শষ্যদানা তৈরী করা আল্লাহ্ তা'আলারই কাজ; অন্য কারো নয়।

টীকা-৪৮. যা তোমরা বপন করো

টীকা-৪৯. শুষ্ক ঘাস, চূর্ণ-বিচূর্ণ, যা কোন কাজেরই থাকে না।

টীকা-৫০. হতভম্ব, লজ্জিত ও দুঃখিত হয়ে (বলবে),

টীকা-৫১. আমাদের সম্পদ বেকার ও বিনষ্ট হয়ে গেছে।

টীকা-৫২. আপন পরিপূর্ণ ক্ষমতায়?

টীকা-৫৩. ফলে, কেউ তা পান করতে পারবে না।

টীকা-৫৪. আল্লাহ্ তা'আলার নি'মাত ও তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতার জন্য।

টীকা-৫৫. দু'টি ভেজা লাকড়ি দ্বারা, যে দু'টিকে যথাক্রমে (আরবী ভাষায়) 'যান্দ' ও 'যান্দাহ্' (اَلزَّنْـدُ وَالزَّنْدَةُ) বলা হয়। সেই দু'টিকে (চকমকি পাথরের ন্যায়) পরস্পর ঘর্ষণের ফলে আগুন প্রজ্বলিত হয়।

করো, না আমিই অবতারণকারী (৫২)?

৭০. আমি ইচ্ছা করলে সেটা লোনা করে দিতে পারি (৫৩)। অতঃপর কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছো না (৫৪)?

৭১. সুতরাং ভালো, বলোতো ঐ আগুন, যা তোমরা প্রজ্বলিত করছো (৫৫),

৭২. তোমরাই কি সেটার গাছ সৃষ্টি করেছো (৫৬), না আমিই সৃষ্টিকারী?

৭৩. আমি সেটাকে (৫৭) জাহান্নামের স্মৃতি করেছি (৫৮) এবং জঙ্গলের মধ্যে মুসাফিরদের উপকারী বস্তু (৫৯)।

৭৪. সুতরাং হে মাহবূব! আপনি পবিত্রতা ঘোষণা করুন আপন মহান প্রতিপালকের নামের।

রুকূ' - তিন

৭৫. সুতরাং আমায় শপথ রইলো ঐসব স্থানের, যেখানে তারকারাজি অস্তমিত হয় (৬০)!

৭৬. এবং যদি তোমরা অনুধাবন করো, তবে এটা হচ্ছে বড় শপথ;

৭৭. নিশ্চয় এটা সম্মানিত ক্বোরআন (৬১);

৭৮. সংরক্ষিত, লিপিতে (৬২)।

৭৯. সেটাকে যেন স্পর্শ না করে, কিন্তু ওযূ সম্পন্নরা (৬৩)।

৮০. তা অবতরণকৃত সমগ্র জাহানের প্রতিপালকের।

৮১. তবে কি তোমরা এ বিষয়ে অলসতা করছো (৬৪)?

৮২. এবং নিজেদের অংশ এটাই রাখছো যে, 'তোমরা অস্বীকার করছো (৬৫)?'

أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾
لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾
أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾
ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾
نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾
فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾
وَإِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾
إِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾
فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾
لَّا يَمَسُّهٗٓ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾
تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾
أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾
وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾

সিজদা তৃতীয়াংশ

টীকা-৫৬. আরবের 'মারখ' (مَـرْخ) ও 'আফ্ফার' (عَفَـار) নামের দু'টি গাছ; যে দু'টি থেকে (আগুন প্রজ্বলিত করার জন্য ঘর্ষণের দু'টি উপাদান) 'যান্দ' ও 'যান্দাহ্' সংগ্রহ করা যায়। ★

টীকা-৫৭. অর্থাৎ আগুনকে।

টীকা-৫৮. যাতে প্রত্যক্ষকারী সেটা দেখে জাহান্নামের মহা আগুনের কথা স্মরণ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।

টীকা-৫৯. যে, নিজেদের সফরের মধ্যে তা থেকে উপকার লাভ করে।

টীকা-৬০. যেহেতু, সেগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র কুদ্রত ও মহত্ব প্রকাশের স্থান।

টীকা-৬১. যা বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর অবতারিণ করা হয়। কেননা, এটা হচ্ছে- আল্লাহ্র বাণী ও মহান প্রতিপালকের 'ওহী'।

টীকা-৬২. যাতে কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন সম্ভবপর নয়।

টীকা-৬৩. কতিপয় মাস্আলাঃ

যার গোসলের প্রয়োজন হয়, অথবা যার ওযূ না থাকে, অথবা হায়যসম্পন্না নারী কিংবা 'নিফাস'-সম্পন্না নারী- তাদের মধ্যে কারো জন্য ক্বোরআন মজিদকে 'গিলাফ' ইত্যাদি কোন কাপড়ের আবরণ ছাড়া স্পর্শ করা বৈধ নয়। ওযূ বিহীন ব্যক্তির জন্য ক্বোরআন শরীফ মুখস্থ পাঠ করা বৈধ। কিন্তু যার উপর গোসল করা ফরয হয় তার জন্য গোসল ছাড়া এবং 'হায়য সম্পন্না' নারীর জন্য এটাও বৈধ নয়।

টীকা-৬৪. এবং অমান্য করছো?

টীকা-৬৫. হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন, "ঐ বান্দা বড়ই ক্ষতির মধ্যে আছে, যার ভাগ্যে আল্লাহ্র কিতাবের অস্বীকার রয়েছে।"

★ আরবে দু'টি বৃক্ষ আছে- নর ও মাদী। সে দু'টি হচ্ছে যথাক্রমে 'মারখ' (مَـرْخ) ও 'আফ্ফার' (عَفَـار)। 'মারখ'-এর অপর নাম 'যান্দ' (الزَّنْـد) এবং 'আফ্ফার'-এর অপর নাম 'যান্দাহ্' (الزَّنْـدَة)। আরবী অলংকারের تَغْلِيب সূত্রে উভয়কে এক শব্দে 'যান্দান' (الزَّنْـدَان) বা 'যান্দাঈন' (الزَّنْـدَيْن) বলা হয়। 'আফ্ফার' বা 'যান্দাহ্' (স্ত্রী জাতীয়)-এর উপর 'মারখ' বা 'যান্দ' (নর জাতীয়) বৃক্ষের লাকড়িকে [চকমকি (چَقْـمَـاق) পাথরের ন্যায়] ঘর্ষণ করলে তা থেকে আগুন প্রজ্বলিত হয়। আয়াতে এরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। (নূরুল ইরফান ও আল্-মুন্জিদ)

টীকা-৬৬. হে মৃতের বংশধরেরা!

টীকা-৬৭. আপন জ্ঞান ও ক্ষমতা সহকারে

টীকা-৬৮. তোমরা সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন নও, তোমরা জানোনা,

টীকা-৬৯. মৃত্যুর পর উত্থিত হয়ে,

টীকা-৭০. কাফিরদেরকে বলা হয়েছে যে, যদি তোমাদের ধারণায় মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, কৃতকর্মসমূহের হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিদানদাতা মা'বূদ (উপাস্য)– এ গুলোর কিছুই না থাকে, তবে এর কারণ কি যে, যখন তোমাদের প্রিয়জনদের প্রাণ কণ্ঠে এসে পড়ে, তবে তোমরা সেটাকে কেন ফিরিয়ে আনো না? আর যখন তা তোমাদের ক্ষমতাভুক্ত নয়, তখন মনে করে নাও যে, সমস্ত কাজ আল্লাহ্ তা'আলারই ইখ্তিয়ারে রয়েছে। সুতরাং তাঁর উপর ঈমান আনো।

এরপর সৃষ্টির বিভিন্ন স্তরের, মৃত্যুকালীন অবস্থাদির এবং তাদের বিভিন্ন মর্যাদার বর্ণনা দেন।

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ﴿٨٣﴾

৮৩. অতঃপর এমন কেন হবে না, যখন প্রাণ কণ্ঠ পর্যন্ত পৌছবে,

وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ﴿٨٤﴾

৮৪. আর তোমরা (৬৬) তখন তাকিয়ে থাকো;

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. এবং আমি (৬৭) তার অধিক নিকটে থাকি তোমাদের চেয়েও, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না (৬৮),

فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. তবে, কেন এমন হলোনা, যদি তোমাদের প্রতিদান পাবার না থাকে, (৬৯),

تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. যে, সেটা ফেরত আনতে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৭০)!

فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. অতঃপর ঐ মৃত্যুবরণকারী যদি নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হয় (৭১);

فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ﴿٨٩﴾

৮৯. তবে রয়েছে আরাম এবং ফুল (৭২) ও শান্তির বাগান (৭৩)।

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩٠﴾

৯০. এবং যদি (৭৪) ডান পার্শ্বস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়;

فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٩١﴾

৯১. তবে হে মাহবূব! আপনার উপর 'সালাম' হোক, ডান পার্শ্বস্থদের নিকট থেকে (৭৫)।

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٩٢﴾

৯২. এবং যদি (৭৬) অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয় (৭৭);

فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ﴿٩٣﴾

৯৩. তবে তার আতিথ্য (হবে) গরম পানি

وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ﴿٩٤﴾

৯৪. এবং জ্বলন্ত আগুনে ধ্বসিয়ে দেয়া (৭৮)।

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٩٥﴾

৯৫. এটা নিশ্চয় চূড়ান্ত পর্যায়ের নিশ্চিত কথা।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٩٦﴾

৯৬. সুতরাং হে মাহবূব! আপনি আপন মহান প্রতিপালককের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন (৭৯)। ★

টীকা-৭১. অগ্রবর্তীদের মধ্যে যাদের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে; সুতরাং তার জন্য

টীকা-৭২. আবুল আলিয়া বলেন যে, নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে যে কারো দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় উপস্থিত হয়, তখন তাঁর নিকট জান্নাতের ফুলগুলোর শাখা আনা হয়। তাঁরা সেটার খুশ্বু গ্রহণ করেন। অতঃপর রূহ হনন করা হয়।

টীকা-৭৩. পরকালে।

টীকা-৭৪. মৃত্যুবরণকারী

টীকা-৭৫. অর্থ এ যে, "হে নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! আপনি তাদের সালাম গ্রহণ করুন! এবং তাদের জন্য দুঃখ থাকবে না। তারা আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি থেকে নিরাপদে থাকবে। আপনি তাদেরকে এমতাবস্থায় দেখবেন যে, তা আপনার নিকট পছন্দনীয় হবে।

টীকা-৭৬. মৃত্যুবরণকারী

টীকা-৭৭. অর্থাৎ বাম পার্শ্বস্থদের থেকে;

টীকা-৭৮. অর্থাৎ জাহান্নামের আগুনে। আর মৃত্যুবরণকারীদের অবস্থাদি এবং যে সব বিষয়বস্তু এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-৭৯. হাদীসঃ যখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ, তখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "সেটাকে আপন রুকূ'র অন্তর্ভুক্ত করো!" আর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى অবতীর্ণ হলো তখন এরশাদ ফরমালেন– "সেটাকে তোমাদের সাজদাগুলোর অন্তর্ভুক্ত করো।" (আবূ দাউদ)

মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, রুকূ' ও সাজদার 'তাস্বীহগুলো' ক্বোরআন শরীফ থেকেই গৃহীত হয়েছে। ★

****

★ 'সূরা ওয়া-ক্বি'আহ' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা হাদীদ' মক্কী, অথবা মাদানী। এতে চারটি রুকূ', ঊনত্রিশটি আয়াত, পাঁচশ চুয়াল্লিশটি পদ ও দু'হাজার চারশ ছিয়াত্তরটি বর্ণ আছে।

টীকা-২. প্রাণী হোক কিংবা প্রাণহীন

টীকা-৩. সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করে। অথবা অর্থ এ যে, মৃতদেরকে জীবিত করেন।

টীকা-৪. অর্থাৎ মৃত্যু প্রদান করেন জীবিতদেরকে।

সূরা হাদীদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা হাদীদ মাদানী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২৯ রুকূ'-৪

রুকূ' - এক

১. আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে যা কিছু আস্‌মানসমূহ ও যমীনে রয়েছে (২) এবং তিনিই সম্মান ও প্রজ্ঞাময়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ①

২. তাঁরই জন্য আস্‌মানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী; জীবন দান করেন (৩) আর মৃত্যু ঘটান (৪)। এবং তিনি সবকিছু করতে পারেন।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ②

৩. তিনিই প্রথম (৫), তিনিই শেষ (৬), তিনিই প্রকাশ্য (৭), তিনিই গোপন (৮) এবং তিনিই সবকিছু জানেন।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ③

৪. তিনিই হন, যিনি আসমানগুলো ও যমীনকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন (৯)। অতঃপর আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' (اســــتواء) ফরমায়েছেন (সমাসীন হয়েছেন) যেমনই তাঁর জন্য শোভা পায়। তিনি জানেন যা যমীনের ভিতরে প্রবেশ করে (১০) এবং যা তা থেকে বহির্গত হয় (১১); আর যা আস্‌মান থেকে অবতীর্ণ হয় (১২) এবং যা তাতে আরোহণ করে (১৩)। আর তিনি তোমাদের সাথে আছেন (১৪) তোমরা যেখানেই থাকো না কেন। এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম দেখছেন (১৫)।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ④

৫. তাঁরই-আস্‌মানসমূহ ও যমীনের বাদশাহী এবং আল্লাহরই প্রতি সমস্ত কর্মের প্রত্যাবর্তন।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ⑤

৬. রাতকে দিনের অংশে নিয়ে আসেন (১৬) এবং দিনকে রাতের অংশে আনেন (১৭) এবং তিনি অন্তরসমূহের কথা জানেন (১৮)।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ⑥

৭. আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনো

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

টীকা-৫. আদি, প্রত্যেক কিছুর পূর্বে, এমন প্রথম, যাঁর প্রারম্ভ নেই অর্থাৎ তিনিই ছিলেন, অন্য কেউ ছিলো না।

টীকা-৬. প্রত্যেক কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বিলীন হবার পর তিনিই থাকবেন। অন্য সবই অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। আর তিনিই সর্বদা থাকবেন। তাঁর কোন অন্ত নেই।

টীকা-৭. অকাট্য প্রমাণাদি থাকার কারণে। অথবা এ অর্থ যে, পরাক্রমশালী প্রত্যেক কিছুর উপর।

টীকা-৮. পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাঁকে অনুধাবন করতে অক্ষম। অথবা অর্থ এ যে, প্রত্যেক কিছু সম্পর্কে পরিজ্ঞাত

টীকা-৯. দুনিয়ার দিনগুলো থেকে। প্রথম দিন হচ্ছে রবিবার এবং সর্বশেষ দিন জুমু'আহ্। হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু বলেন, "তিনি ইচ্ছা করলে চোখের পলকেই সৃষ্টি করতে পারতেন; কিন্তু তাঁর হিকমতের দাবী এ ছিলো যে, 'ছয়'কে মূল হিসেবে স্থির করবেন এবং সেটাকেই 'ভিত্তি' করবেন।"

টীকা-১০. চাই বীজ হোক, কিংবা শুক্রবিন্দু হোক, অথবা ধন-ভাণ্ডার কিংবা মৃত হোক

টীকা-১১. চাই, সেগুলো উদ্ভিদ হোক, কিংবা ধাতব পদার্থ হোক অথবা হোক অন্য কিছু;

টীকা-১২. রহমত ও শাস্তি এবং ফিরিশ্‌তা ও বৃষ্টি

টীকা-১৩. কর্মসমূহ ও দো'আ-প্রার্থনাদি।

টীকা-১৪. আপন জ্ঞান ও ক্ষমতা সহকারে, সাধারণতঃ এবং অনুগ্রহ ও দয়া সহকারে, বিশেষতঃ।

টীকা-১৫. সুতরাং তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মানুসারে প্রতিদান দেবেন।

টীকা-১৬. এভাবে যে, রাতকে খাটো করেন এবং দিনের সময়সীমা বৃদ্ধি করেন

টীকা-১৭. দিনকে খাটো করেন এবং রাতের সময়সীমা বৃদ্ধি করেন।

টীকা-১৮. অন্তরের বিশ্বাস (আক্বীদা) ও মনের রহস্যাদি সবই জানেন।

টীকা-১৯. যাঁরা তোমাদের পূর্বে ছিলো এবং তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন তোমাদের পরবর্তীদেরকে। অর্থ এ যে, যেই সম্পদ তোমাদের করায়ত্বে রয়েছে, সবই আল্লাহ্ তা'আলার। তিনি তোমাদেরকে ভোগ করার জন্য প্রদান করেছেন। তোমরা বাস্তবিকপক্ষে, সেটার মালিক নও; বরং প্রতিনিধি ও ক্ষমতাপ্রাপ্তের স্থলেই হও। সেগুলো আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো এবং যেভাবে প্রতিনিধি ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোকের মালিকের নির্দেশে ব্যয় করার ক্ষেত্রে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করতে হয়না, সুতরাং তোমাদেরও (আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার ক্ষেত্রে) কোন চিন্তা-ভাবনা বা সংশয়ের কারণ নেই।

টীকা-২০. এবং অকাট্য প্রমাণাদি ও যুক্তিসমূহ পেশ করেন এবং কিতাব পাঠ করে শুনান। সুতরাং এখন তোমাদের নিকট কি ওযর-আপত্তি থাকতে পারে?

এবং তাঁর পথে তারই কিছু ব্যয় করো, যার মধ্যে তোমাদেরকে অন্যান্যদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন (১৯)। সুতরাং যেসব লোক তোমাদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছে এবং তাঁরই পথে ব্যয় করেছে, তাদের জন্য মহা প্রতিদান রয়েছে।

وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ⑦

৮. এবং তোমাদের কি হয়েছে যে, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনছো না? অথচ এ রসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যে, 'আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো (২০)!' এবং নিশ্চয় তিনি (২১) তোমাদের নিকট থেকে পূর্বেই অঙ্গীকার নিয়েছেন (২২), যদি তোমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۙ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ⑧

৯. তিনিই হন, যিনি আপন বান্দার উপর (২৩) সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি অবতীর্ণ করেন, যাতে তোমাদেরকে অন্ধকারসমূহ থেকে (২৪) আলোর দিকে নিয়ে যান (২৫)। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের উপর অবশ্যই দয়ার্দ্র, দয়ালু।

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ⑨

১০. এবং তোমাদের কি হলো যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করছোনা? অথচ আস্মানসমূহ ও যমীনের মধ্যে সবকিছুর 'ওয়ারিস' (মালিক) আল্লাহ্ই (২৬)। তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐ সব লোক, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে (২৭); তারা মর্যাদায় ঐসব লোক অপেক্ষা বড়, যারা বিজয়ের পর ব্যয় ও জিহাদ করেছে এবং তাদের সবার সাথে (২৮) আল্লাহ্ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন (২৯) এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃত কর্মসমূহ সম্পর্কে অবহিত আছেন।

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑩

রুকূ' - দুই

১১. কে আছে, যে আল্লাহ্কে কর্জ দেবে উত্তম কর্জ (৩০)? তাহলে, তিনি তার জন্য দ্বিগুণ

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ

টীকা-২১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা

টীকা-২২. যখন তিনি তোমাদেরকে আদম আলায়হিস্ সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে বহির্গত করেছিলেন, এ মর্মে যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই।'

টীকা-২৩. বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর

টীকা-২৪. কুফর ও শির্কের

টীকা-২৫. অর্থাৎ ঈমানের নূরের দিকে।

টীকা-২৬. তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সম্পদ তাঁরই মালিকানায় থেকে যাবে, তোমরা ব্যয় করার সাওয়াবও পাবে না। আর যদি তোমরা খোদার পথে ব্যয় করো, তবে সাওয়াবও পাবে।

টীকা-২৭. যখন মুসলমানগণ সংখ্যায় কম ও দুর্বল ছিলেন, তখন যাঁরা ব্যয় করেছিলেন ও জিহাদ করেছিলেন তাঁরাই মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে 'প্রথম অগ্রবর্তী' ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান- "যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণও খরচ করে তবুও তাঁদের এক মুদ্দ (এক পাউন্ড পরিমাণ পাত্র বিশেষ) - এর সমান হবেনা, না অর্দ্ধ 'মুদ্দ'-এর সমান। 'মুদ্দ' একটা পরিমাপ, যা দ্বারা যব ইত্যাদি মাপা হয়।

শানে নুযূলঃ কালবী বলেছেন, এ আয়াত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা, তিনি হচ্ছেন ঐ প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঈমান এনেছেন এবং ঐ প্রথম ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ্র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করেছেন আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সহযোগিতা করেছিলেন।

টীকা-২৮. অর্থাৎ প্রথম ব্যয়কারীদের সাথেও এবং মক্কা বিজয়ের পর ব্যয়কারীদের সাথেও

টীকা-২৯. অবশ্য, মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য আছে। মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয়কারীদের মর্যাদা সর্বাধিক উচ্চ।

টীকা-৩০. অর্থাৎ আনন্দিত চিত্তে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে। এ 'ব্যয়'-এর কথা এমনই গুরুত্ব সহকারে এরশাদ করা হয়েছে যে, সেটার পরিবর্তে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়েছে।

وَلَهٗٓ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ⑪

করবেন এবং তার জন্য সম্মানজনক প্রতিদান রয়েছে।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ⑫

১২. যে দিন আপনি ঈমানদার পুরুষগণ ও ঈমানদার নারীদেরকে (৩১) দেখবেন যে, তাদের আলো রয়েছে (৩২) তাদের সম্মুখে ও তাদের ডানে, ছুটাছুটি করছে (৩৩)। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, 'আজ তোমাদের সর্বাপেক্ষা খুশীর বার্তা হচ্ছে ঐসব জান্নাত, যে গুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবহমান। তোমরা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকো। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।'

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ⑬

১৩. যেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীগণ মুসলমানদেরকে বলবে, 'আমাদের দিকে একবার তাকাও! যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু অংশ নিই।' তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের পেছনের দিকে ফিরে যাও (৩৪), সেখানে আলো অন্বেষণ করো।' তারা ফিরে যাবে। তখনই তাদের (৩৫) মধ্যখানে একটা প্রাচীর খাড়া করে দেয়া হবে (৩৬), যা'তে একটি দরজা থাকবে (৩৭) এবং সেটার ভিতরের দিকে রহমত (৩৮) এবং সেটার বাইরের দিকে শাস্তি।

يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ⑭

১৪. মুনাফিকগণ (৩৯) মুসলমানদেরকে ডেকে বলবে, 'আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না (৪০)?' তারা বলবে, 'কেন নয়! (হাঁ,) কিন্তু তোমরা তো নিজেদের আত্মাসমূহকে ফিৎনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছো (৪১) এবং মুসলমানদের অনিষ্টের দিকে তাকিয়ে থাকতে এবং সন্দেহ করতে (৪২); আর মিথ্যা লিপ্সা তোমাদেরকে ধোকা দিয়েছে (৪৩)। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আদেশ এসে পড়েছে (৪৪) এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশ সম্বন্ধে ঐ বড় প্রতারক প্রতারিত করে রেখেছে (৪৫)।'

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ⑮

১৫. 'সুতরাং আজ না তোমাদের নিকট থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে (৪৬) এবং না প্রকাশ্য কাফিরদের নিকট থেকে। তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে আগুন। তা তোমাদের সাথী এবং কতই মন্দ পরিণতি!'

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ

১৬. ঈমানদারদের জন্য কি এখনো ঐ সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়বে আল্লাহ্‌র

টীকা-৩১. 'পুল-সিরাতের' উপর

টীকা-৩২. অর্থাৎ তাঁদের ঈমান ও ইবাদত-বন্দেগীর জ্যোতি

টীকা-৩৩. এবং জান্নাতের দিকে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করে।

টীকা-৩৪. যেখান থেকে এসেছিলে অর্থাৎ অবস্থানস্থলের দিকে, যেখানে আমাদেরকে আলো দান করা হয়েছে সেখানে নূরের সন্ধান করো!

অথবা অর্থ এ যে, তোমরা আমাদের 'নূর' পেতে পারোনা। আলোর অনুসন্ধানে তোমরা পিছনের দিকে ফিরে যাও। অতঃপর তারা নূরের সন্ধানে পেছনের দিকে ফিরে যাবে এবং কিছুই পাবে না। তখন পুনরায় মু'মিনদের দিকে ফিরে আসবে।

টীকা-৩৫. অর্থাৎ মু'মিন ও মুনাফিকদের

টীকা-৩৬. কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেন যে, তা-ই হচ্ছে 'আ'রাফ',

টীকা-৩৭. তা দিয়ে জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করবে

টীকা-৩৮. অর্থাৎ ঐ প্রাচীরের ভিতরের দিকে জান্নাত।

টীকা-৩৯. ঐ প্রাচীরের পেছন থেকে

টীকা-৪০. দুনিয়ার মধ্যে নামায পড়তাম, রোযা রাখতাম।

টীকা-৪১. মুনাফেকী ও কুফর অবলম্বন করে

টীকা-৪২. দ্বীন-ইসলামের মধ্যে;

টীকা-৪৩. এবং তোমরা ঐ মিথ্যা কামনায় ছিলে যে, 'মুসলমানদের উপর বিভিন্ন দুর্ঘটনা আসবে। তাঁরা ধ্বংস হয়ে যাবে।'

টীকা-৪৪. অর্থাৎ মৃত্যু

টীকা-৪৫. অর্থাৎ শয়তান ধোকা দিয়েছে যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা বড় সহনশীল। তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। আর না মৃত্যুর উপর উঠতে হবে; না হিসাব-নিকাশ হবে।' তোমরা তার সেই ধোকার শিকার হয়েছো।

টীকা-৪৬. যা দিয়ে তোমরা আপন প্রাণকে শাস্তি থেকে ছাড়াতে পারো।

কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেন– অর্থ এ যে, আজ তোমাদের নিকট থেকে না ঈমান গ্রহণ করা হবে, না তাওবা।

টীকা-৪৭. শানে নুযূলঃ হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র গৃহ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যান। তখন মুসলমানদেরকে দেখতে পান যে, তাঁরা পরস্পর হাসাহাসি করছেন। এরশাদ ফরমান- "তোমরা হাসছো; অথচ এখনো পর্যন্ত তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিরাপত্তা আসেনি এবং তোমাদের হাসাহাসির কারণে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।" তাঁরা আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম!) এ হাসাহাসির প্রতিকার কি?" এরশাদ ফরমালেন- "ততোটুকু কান্নাকাটি করা।"

لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿١٦﴾

স্মরণ ও ঐ সত্যের জন্য, যা অবতীর্ণ হয়েছে (৪৭)? এবং তাদের মতো হয়োনা, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছে (৪৮), অতঃপর তাদের উপর সময়সীমা দীর্ঘায়িত হয়েছে (৪৯)। সুতরাং তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে (৫০) এবং তাদের মধ্যে অনেকে ফাসিক (৫১)।

اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۭ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿١٧﴾

১৭. জেনে রেখো, আল্লাহ্ যমীনকে জীবিত করেন সেটার মৃত্যুর পর (৫২)। নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিবৃত করেছি যেন তোমাদের বুঝ হয়।

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٨﴾

১৮. নিশ্চয় সাদক্বাহ্‌দাতা পুরুষ ও সাদক্বাহ্‌দাত্রী নারীগণ এবং তারাই, যারা আল্লাহ্‌কে উত্তম কর্জ দিয়েছে (৫৩), তাদের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে এবং তাদের জন্য সম্মানজনক প্রতিদান রয়েছে (৫৪)।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۤ اُولٰۤئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١٩﴾

১৯. এবং তারাই, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর সমস্ত রসূলের উপর ঈমান এনেছে তারাই হচ্ছে পূর্ণ সত্যবাদী এবং অন্যান্যদের উপর (৫৫) সাক্ষী আপনপ্রতিপালকের নিকট। তাদের জন্য তাদের পুরস্কার (৫৬) এবং তাদের আলো রয়েছে (৫৭)। আর যারা কুফর করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে তারা দোযখবাসী।

রুকূ' - তিন

اِعْلَمُوْۤا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۭ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا ۭ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ

২০. জেনে রেখো, দুনিয়ার যিন্দেগী তো নয়, কিন্তু খেলাধূলা (৫৮), সাজসজ্জা, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে গর্ব প্রদর্শন করা এবং সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অপরের চেয়ে অধিক চাওয়া মাত্র (৫৯); তা ঐ বৃষ্টির ন্যায় যার উৎপন্ন শস্য কৃষকদেরকে চমৎকৃত করেছে, অতঃপর শুষ্ক হয়ে গেছে (৬০), ফলে তুমি সেটাকে হলদে বর্ণের দেখতে পেয়েছো, অতঃপর তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে (৬১)। আর আখিরাতে কঠিন শাস্তি

আর 'অবতীর্ণ সত্য' দ্বারা 'ক্বোরআন মজীদ' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৪৮. অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানের পন্থা অবলম্বন করো না,

টীকা-৪৯. অর্থাৎ ঐ যুগ, যা তাদের ও তাদের নবীগণের মধ্যবর্তীতে ছিলো।

টীকা-৫০. এবং আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য নম্র হয়নি, দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং উপদেশাবলী থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে

টীকা-৫১. দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে।

টীকা-৫২. বৃষ্টি বর্ষণ করে, উদ্ভিদ জন্মিয়ে, শুষ্ক হয়ে যাবার পর। অনুরূপভাবে, হৃদয়সমূহ পাষাণ তুল্য হয়ে যাবার পর নম্র করে দেন এবং তাদেরকে জ্ঞান ও হিকমত দ্বারা জীবন দান করেন।

কিছুসংখ্যক তাফসীরকারক বলেন- এটা হচ্ছে একটা উপমা, আল্লাহ্‌র স্মরণ অন্তরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার। যেমনিভাবে, বৃষ্টি দ্বারা যমীন জীবন লাভ করে অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র দ্বারাও অন্তর জীবিত হয়ে যায়।

টীকা-৫৩. অর্থাৎ আনন্দিত চিত্তে ও সদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রাপকদেরকে সাদক্বাহ্ দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করেছে,

টীকা-৫৪. এবং তা হচ্ছে জান্নাত।

টীকা-৫৫. বিগত উম্মতগণের মধ্য থেকে

টীকা-৫৬. যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে

টীকা-৫৭. যা হাশরে তাদের সাথে থাকবে।

টীকা-৫৮. যা'তে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু অর্জিত হয় না,

টীকা-৫৯. এবং ঐ সমস্ত কাজে মশগুল হওয়া ও সেগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করা পার্থিব বিষয়াদির অন্তর্ভূক্ত আর ইবাদত-বন্দেগী ও আনুগত্য এবং যে সব বস্তু আনুগত্যের জন্য সহায়ক, সেগুলো আখিরাতের বিষয়াদির অন্তর্ভূক্ত। এখন এ পার্থিব জীবনের একটি উপমা এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৬০. সেটার শস্য নিঃশেষ হতে লাগলো, হলদে বর্ণের হয়ে গেলো- কোন আসমানী অথবা যমীনের বালা-মুসীবতের কারণে,

টীকা-৬১. চূর্ণ-বিচূর্ণ। এ অবস্থা পার্থিব জীবনেরই; যার উপর দুনিয়ার অনুসন্ধানকারী খুব আনন্দিত হয়, এবং সেটাকে কেন্দ্র করে বহু আশা পোষণ করে।

তা অতি তাড়াতাড়িই গত হয়ে যায়।

টীকা-৬২. তারই জন্য, যে দুনিয়া অনুসন্ধানকারী হয় এবং জীবনকে খেলাধূলার মধ্যে অতিবাহিত করে, আর সে আখিরাতের কোন পরোয়াই করে না। এমন অবস্থা কাফিরেরই হয়ে থাকে।

টীকা-৬৩. যে দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়নি।

টীকা-৬৪. এটা তারই জন্য, যে দুনিয়ারই জন্য হয়ে যায় এবং সেটারই উপর ভরসা করে এবং পরকালের কোন চিন্তাই করে না। আর যে ব্যক্তি আখিরাতের বিষয়াদিতেই দুনিয়ার সন্ধান করে এবং পার্থিব সামগ্রী দ্বারাও আখিরাতের সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তবে তার জন্য পার্থিব সাফল্য আখিরাতেরই মাধ্যম। হযরত যুন্নূন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু বলেন– "হে মুরীদ দল! দুনিয়া অন্বেষণ করো না! করলেও সেটাকে ভালোবাসো না। সফর সামগ্রী এখান থেকে নাও! আরামস্থল অন্যত্র।"

টীকা-৬৫. আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী হও! তাঁরই আনুগত্য অবলম্বন করো! তাঁরই আনুগত্য পালন করে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও।

شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۝٢٠

রয়েছে (৬২) এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ক্ষমা ও তাঁর সন্তুষ্টি (৬৩)। এবং পার্থিব জীবন তো নয়; কিন্তু ধোকার সামগ্রী (৬৪)।

سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝٢١

২১. অগ্রবর্তী হয়ে চলো আপন প্রতিপালকের ক্ষমা এবং ঐ জান্নাতের দিকে (৬৫), যার প্রশস্ততা হচ্ছে– যেমন আসমান ও যমীনের (সম্মিলিত) বিস্তৃতি (৬৬); প্রস্তুত রাখা হয়েছে তাদেরই জন্য, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর সমস্ত রসূলের উপর ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যাকে চান দান করেন। এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝٢٢

২২. এবং পৌঁছে না কোন মুসীবত পৃথিবীতে (৬৭) এবং না তোমাদের নিজেদের প্রাণগুলোতে (৬৮), কিন্তু তা একটা কিতাবের মধ্যে রয়েছে (৬৯), এরই পূর্বে যে, সেটাকে আমি সৃষ্টি করি (৭০)। নিশ্চয় এটা (৭১) আল্লাহ্‌র জন্য সহজ;

لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝٢٣

২৩. এ জন্য যে, দুঃখ না করো সেটার (৭২) উপর, যা হাতছাড়া হয় এবং খুশী না হও (৭৩) সেটার উপর, যা তোমাদেরকে প্রদান করেছেন (৭৪)। এবং আল্লাহ্ পছন্দ করেন না কোন দাম্ভিক, অহংকারীকে;

الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ

২৪. ঐ সমস্ত লোক, যারা নিজেরাই কার্পণ্য করে (৭৫) এবং অন্যান্যদেরকেও কার্পণ্য করতে বলে (৭৬)

টীকা-৬৬. অর্থাৎ জান্নাতের প্রস্থ এমনই যে, সপ্ত আসমান ও সপ্ত যমীনের পাতারূপী স্তরগুলো পাশাপাশি মিলালে যতটুকু বিস্তৃত হয়, জান্নাতের প্রস্থও ততটুকু। সুতরাং এর দৈর্ঘ্যের কি শেষ আছে?

টীকা-৬৭. দুর্ভিক্ষের, অনাবৃষ্টির, উৎপাদনহীনতার, ফলমূল হ্রাসের এবং ক্ষেতসমূহ বিনষ্ট হবার

টীকা-৬৮. রোগ-ব্যাধির এবং সন্তান-সন্ততির দুঃখের,

টীকা-৬৯. 'লওহ-ই-মাহফূয'-এর মধ্যে,

টীকা-৭০. অর্থাৎ যমীনকে অথবা প্রাণসমূহকে অথবা মুসীবতকে।

টীকা-৭১. অর্থাৎ ঐসব বিষয়ের আধিক্য সত্ত্বেও 'লওহ-ই-মাহফূয'-এ লিপিবদ্ধ করা

টীকা-৭২. পৃথিবীর সামগ্রী

টীকা-৭৩. অর্থাৎ অহংকার না করো

টীকা-৭৪. দুনিয়ার মাল-সামগ্রী। আর এ কথা অনুধাবন করো যে, যা আল্লাহ্ তা'আলা অদৃষ্টে রেখেছেন তা অবশ্যই বাস্তবে ঘটবে, না দুঃখ করলে কোন বিনষ্ট হওয়া সামগ্রী ফেরত পাওয়া যেতে পারে, না বিলীন হওয়ার বস্তু অহংকার করার উপযোগী। সুতরাং খুশী হবার স্থলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং দুঃখ করার স্থলে ধৈর্য-অবলম্বন করা উচিত। 'দুঃখ' দ্বারা এখানে মানুষের ঐ অবস্থা বুঝায়, যাতে ধৈর্য ও আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্টি এবং পুরস্কারের আশা বাকী থাকে না। আর 'খুশী' দ্বারা ঐ অহংকার করা বুঝায়, যাতে বিভোর হয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার বেলায় উদাসীন হয়ে যায়। বস্তুতঃ ঐ দুঃখ ও অনুতাপ, যাতে বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার দিকে মনোনিবেশ করে এবং তাঁরই সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকে, অনুরূপভাবে, ঐ খুশী, যাতে সে আল্লাহ্ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হয়– নিষিদ্ধ নয়। হযরত ইমাম জাফর সাদেক্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) বলেন, "হে আদম সন্তান! কোন বস্তু হারিয়ে গেলে সেটার জন্য কেন দুঃখ করো? তা তো ঐ বস্তুকে তোমার নিকট ফেরত আনবেনা। আর কোন মওজুদ বস্তুর উপরও কেন অহংকার করো? মৃত্যু ঐ বস্তুটাকে তোমার হাতে ছাড়বে না।"

টীকা-৭৫. এবং আল্লাহ্‌র পথে ও সৎকার্যাদিতে ব্যয় করে না এবং সম্পদের প্রতি কর্তব্যাদি পালনে বিরত থাকে

টীকা-৭৬. এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরদের একটা অভিমত এও রয়েছে যে, এটা ইহুদীদের অবস্থার বিবরণ। আর 'কার্পণ্য' দ্বারা তাদের, বিশ্বকুল সরদার

সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ঐ সব গুণাবলী গোপন করা বুঝানো হয়েছে, যেগুলো পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখিত ছিলো।

টীকা-৭৭. ঈমান আনা থেকে অথবা সম্পদ ব্যয় করা থেকে অথবা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য থেকে;

টীকা-৭৮. শরীয়তের বিধানাবলী বর্ণনাকারী

টীকা-৭৯. 'পরিমাপ যন্ত্র' দ্বারা 'ন্যায়-বিচার' বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, 'আমি ন্যায়-বিচার করার নির্দেশ দিয়েছি।' অন্য এক অভিমত এ যে, 'পরিমাপ যন্ত্র' দ্বারা 'দাঁড়িপাল্লা' বুঝানো হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামের নিকট 'দাঁড়িপাল্লা' নিয়ে আসেন। আর বললেন, "আপন সম্প্রদায়কে এটা দ্বারা ওজন করার নির্দেশ দিন।"

আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (৭৭); তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ই অভাবমুক্ত, সমস্ত প্রশংসায় প্রশংসিত।

وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

২৫. নিশ্চয় আমি আপন রসূলগণকে প্রমাণাদি সহকারে প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে কিতাব (৭৮) এবং ন্যায় বিচারের পরিমাপযন্ত্র অবতীর্ণ করেছি (৭৯), যাতে লোকেরা ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় (৮০) এবং আমি লৌহ অবতীর্ণ করেছি (৮১), তাতে ভীষণ শক্তি (৮২) ও মানবকুলের উপকারসমূহ (৮৩) রয়েছে। এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ দেখবেন তাকেই, যে না দেখে তাঁকে (৮৪) ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী (৮৫)।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

রুকূ' - চার

২৬. এবং নিশ্চয় আমি নূহ ও ইব্রাহীমকে প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সন্তানদের মধ্যে নবূয়ত ও কিতাব রেখেছি (৮৬)। সুতরাং তাদের মধ্যে (৮৭) কেউ সঠিক পথের উপর এসেছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে ফাসিক্ব।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَّإِبْرٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾

২৭. অতঃপর আমি তাদের পেছনে (৮৮) এ পথের উপর স্বীয় অন্যান্য রসূলকে প্রেরণ করেছি এবং তাদের পেছনে মার্‌য়াম-তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি এবং তাঁকে ইঞ্জীল দান করেছি; আর তাঁর অনুসারীদের অন্তরে নম্রতা ও দয়া রেখেছি (৮৯)। এবং বৈরাগী হওয়া (৯০), অতঃপর, এ বিষয়টা তো তারাই ধর্মের মধ্যে নিজেদের নিকট থেকে আবিষ্কার করেছে, আমি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করিনি। হাঁ, এ 'নব আবিষ্কার' (بدعت) তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চাওয়ার জন্য করেছিলো, অতঃপর সেটাও পালন করেনি যেভাবে তা পালন করা কর্তব্য

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنٰهُ الْإِنْجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةَ ِۨابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ

টীকা-৮০. এবং কেউ কারো প্রাপ্য বিনষ্ট না করে

টীকা-৮১. কিছু সংখ্যক তাফসীরকারক বলেছেন যে, "অবতীর্ণ করা' এখানে 'সৃষ্টি করা'-এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ এ যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি এবং লোকদের জন্য খনিগুলো থেকে নির্গত করেছি এবং তাদেরকে এর শিল্প-কার্যের জ্ঞান দিয়েছি।

এটাও বর্ণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বরকতময় বস্তু আস্‌মান থেকে যমীনের দিকে অবতীর্ণ করেছেনঃ ১) লৌহ, ২) আগুন, ৩) পানি ও ৪) লবণ।

টীকা-৮২. এবং প্রবল ক্ষমতা, যা দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের হাতিয়ার তৈরী করা হয়

টীকা-৮৩. শিল্প ও পেশাদারী বহু কার্যে তা খুবই উপকারী।

মোটকথা, আমি রসূলগণকে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে ঐ সমস্ত বস্তুও অবতীর্ণ করেছি, যাতে লোকেরা সত্য ও ন্যায়-সঙ্গতভাবে লেনদেন করে।

টীকা-৮৪. অর্থাৎ তাঁর দ্বীনকে

টীকা-৮৫. তাঁর কারো সাহায্যের দরকার নেই। দ্বীনের সাহায্য করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা ঐসব লোকেরই উপকারের জন্য।

টীকা-৮৬. অর্থাৎ তাওরীত, ইঞ্জীল, যবূর ও ক্বোরআন।

টীকা-৮৭. অর্থাৎ 'তাঁদের বংশধরদের মধ্যে যাদের মধ্য থেকে নবী ও কিতাবসমূহ প্রেরণ করেছি।'

টীকা-৮৮. অর্থাৎ হযরত নূহ ও হযরত ইব্রাহীম আলায়হিমাস্ সালাম-এর পর থেকে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের যুগ পর্যন্ত একের পর এক,

টীকা-৮৯. যাতে তারা একে অপরের সাথে ভালবাসা ও স্নেহ রাখে।

টীকা-৯০. পাহাড়ে-পর্বতে ও গুহাসমূহে এবং নির্জন গৃহসমূহে একাকী অবস্থান গ্রহণ করা, উপাসনালয় তৈরী করা, দুনিয়াবাসীদের সাথে মেলামেশা বর্জন

করা, ইবাদতসমূহে নিজেদের উপর অতিরিক্ত পরিশ্রম বৃদ্ধি করে নেয়া, সংসার ত্যাগী হয়ে যাওয়া, বিয়ে শাদী না করা, অতি মোটা কাপড় পরিধান করা, নিম্নমানের খাদ্য অতি স্বল্প পরিমাণে আহার করা।

টীকা-৯১. বরং সেটাকে বিনষ্ট করে ফেলেছে এবং 'তিন খোদাতত্ব' ও 'তিনের সংমিশ্রনে এক খোদাতত্ব'-এর বেড়াজালে আটকা পড়েছে এবং হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের দ্বীনে কুফর করে নিজেদের বাদশাহ্গণের দ্বীনে প্রবেশ করেছে। আর কিছু লোক তাদের মধ্য থেকে হযরত ঈসা-মসীহ্ আলায়হিস্ সালামের দ্বীনের উপর স্থির এবং প্রতিষ্ঠিতও থাকে। আর যখন হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম যুগ পেলো, তখন হুযূরের উপরও ঈমান এনেছিলো।

কতিপয় মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, 'বিদ্'আত' অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করা, যদি তা ভালো হয় এবং তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়, তবে তা ভালো, তাতে সাওয়াব পাওয়া যায়। আর তা অব্যাহত রাখা উচিৎ। এমন 'বিদ্'আত'কে 'বিদ্'আত-ই-হাসানাহ্' (উত্তম বিদ্'আত) বলা হয়। অবশ্য দ্বীনের মধ্যে কোন মন্দ পন্থা বা কাজের প্রচলন করাকে 'বিদ্'আত-ই-সাইয়্যেআহ্' বা 'মন্দ বিদ্'আত' বলা হয়। তা নিষিদ্ধ ও অবৈধ।

হাদীস শরীফে বিদ্'আত-ই-সাইয়্যেআহ্' বলা হয়েছে ঐ কাজকে, যা সুন্নাতের পরিপন্থী হয়, আর তা বের করার কারণে কোন সুন্নাত বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এ থেকে হাজার হাজার মাস্আলার মীমাংসা হয়ে যায়, যেগুলোর ব্যাপারে আজকাল লোকেরা মতভেদ করে থাকে। আর স্বীয় মনের কু-প্রবৃত্তি থেকে এমন সব কাজকেও বিদ্'আতরূপে আখ্যায়িত করে তাতে বাধ প্রদান করে, যেগুলো দ্বারা দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধি পায় ও দ্বীনের সাহায্য হয় এবং মুসলমানগণ পরকালীন উপকারাদি লাভ করে। আর তাঁরা ইবাদত-বন্দেগীতে অতি আগ্রহ সহকারে রত থাকে। এমন কার্যাদিকে 'বিদ্'আত' বলে আখ্যায়িত করা ক্বোরআন মজীদের এ আয়াতের সরাসরি বিরোধিতা করারই শামিল।

টীকা-৯২. যারা দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো

টীকা-৯৩. যারা 'বৈরাগ্যপনা' বর্জন করেছে এবং হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের দ্বীন থেকে ফিরে গেছে,

টীকা-৯৪. হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলায়হিমাস্ সালামের উপর। এ সম্বোধন কিতাবী সম্প্রদায়কে করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে—

ছিলো (৯১)। সুতরাং তাদের মধ্যেকার ঈমানদারগণকে (৯২) আমি তাদের পুরস্কার দান করেছি। এবং তাদের মধ্যে অনেকেই (৯৩) ফাসিক্ব।

২৮. হে ঈমানদারগণ (৯৪)! আল্লাহকে ভয় করো; এবং তাঁর রসূল (৯৫)-এর প্রতি ঈমান আনো। তিনি আপন করুণার দু'টি অংশ তোমাদেরকে দান করবেন (৯৬) এবং তোমাদের জন্য জ্যোতি সৃষ্টি করবেন (৯৭) যার মধ্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু;

২৯. এটা এ জন্য যে, কিতাবধারী কাফিরগণ জেনে নেবে যে, আল্লাহ্র অনুগ্রহের উপর তাদের কোন ক্ষমতা নেই (৯৮) এবং এও যে, অনুগ্রহ আল্লাহ্রই হাতে, দান করেন যাকে চান! এবং আল্লাহ্ বড় অনুগ্রহশীল। ★

فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ
اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا
بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَ
يَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾

لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ
عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ
بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

টীকা-৯৫. বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম

টীকা-৯৬. অর্থাৎ তোমাদেরকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন। কারণ, তোমরা পূর্ববর্তী কিতাব ও পূর্ববর্তী নবীর উপরও ঈমান এনেছো এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ক্বোরআন পাকের উপরও।

টীকা-৯৭. পুল-সিরাতের উপর;

টীকা-৯৮. তারা তা থেকে কিছুই পেতে পারেন না— না দ্বিগুণ পুরস্কার, না নূর, না মাগফিরাত। কেননা, তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনেনি। সুতরাং তাদের পূর্ববর্তী নবীগণের উপর ঈমান আনাও উপকারী হবে না।

শানে নুযূলঃ যখন উপরোল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ হলো এবং তাতে কিতাবী মু'মিনদেরকে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনলে দ্বিগুণ সওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো, তখন কিতাবী সম্প্রদায়ের কাফিরগণ বললো, "যদি আমরা হুযূরের উপর ঈমান আনি তাহলে দ্বিগুণ সাওয়াব পাবো, আর যদি না আনি তবুও (আমাদের জন্য) একটা সাওয়াব থাকবে।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদের ঐ ধারণাকেও বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ★

****

★ 'সূরা হাদীদ' সমাপ্ত।

★ সপ্তবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।